

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি



অরুণ নন্দর,কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ দেশব্রতী ও বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণ বার্ষিকী দেশজুড়েই উদযাপিত হচ্ছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে বুধবার এগ্ন্য হাভেন্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন যে- ‘আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল, বাংলার গর্ব, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল-গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান। সত্যেন্দ্র নাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র বাংলা বিজ্ঞানচর্চার প্রবল সমর্থকই ছিলেন না, সারা জীবন ধরে তিনি বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ধারাটিকে ও পুষ্ট করে তুলেছিলেন। তিনি সাল্লিধ্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মরি কুরি প্রমুখের। এদিকে, আবার অদুর্শীল সমিতির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীরা সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু এক ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ বহুতল থেকে नीচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। মৃতের নাম তপন দাস। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে যাদবপুর থানা এলাকার দেশবন্ধু রোড কামারপাড়াতে। তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি কোস্টাল থানা এলাকায়। মৃত ব্যক্তি তাঁর বাসনের ছেলের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই দিন গভীর রাতে শৌচাগারে যাওয়ার সময় উপর থেকে পড়ে যেতে পারেন মৃত ব্যক্তি।

ডাঃকে.আর.অধিকারী কলেজের ২৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল



দুরন্ত বার্তা,হলিশহর,৪ফেব্রুয়ারিঃ হলিশহর রানী রাসমণি মন্দির সংলগ্ন মাঠে ডাঃকে.আর.অধিকারী কলেজের ২৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মহা সড়হয়ে। জাতীয় পতাকা ও কলেজের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল ডাঃতপন কুমার অধিকারী এবং কলেজের পতাকা উত্তোলন করেন ডাঃকে.আর.অধিকারী ট্রাস্টের সম্পাদিকা শ্রীমতি শুল্লা অধিকারী। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মার্চ পাস্টের পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সৌতম মুখার্জী, দেব কুমার ভদ্র, ডাঃসুপ্রভ সাহা, রঞ্জন নাথ ও সোমা বাহার।ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দেন প্রেটার কলকাতা উষ্টির অ্যাসোসিয়েশনের সহ- সভাপতি ডাঃএস পি কুন্তু, ডাঃকে আর অধিকারী। ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল ডাঃপি কে শর্ম, গভর্নিং বডির সম্পদা বেব কুমার ভদ্র, সৌতম মুখার্জী, শ্রীমতি শুল্লা অধিকারী ও প্রিন্সিপাল ডাঃতপন কুমার অধিকারী।

যোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাবসংসর্গের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চেজ নির্দেশ অনুযায়ী ঘূপা হচ্ছে।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তীব্র আক্রমণ রাহুলের, ‘মৌদীজি চাপের কাছে নত’ বলে দাবি বিরোধী দলনেতার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ ফেব্রুয়ারিঃভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউত্তোর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এই ইস্যুকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবল চাপে রয়েছেন এবং সেই চাপের কারণেই গত রাতে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছেন।রাহুল গান্ধীর বক্তব্য, মৌদীজি বিধস্ত। গত কয়েক মাস ধরে যে বাণিজ্য চুক্তিটি ঝুলে ছিল, সেটিতে তিনি হঠাৎ করে সুই করেছেন। এটা স্পষ্ট যে তাঁর উপর চরম চাপ রয়েছে। বিরোধী দলনেতার দাবি, এই চুক্তির ফলে দেশের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত থাকল, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কার্যত আপোস করা হয়েছে, যার প্রভাব ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনে পড়তে পারে।এই প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই চুক্তি সেই ক্ষতিতে ভাষণের সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, এটি সংসদীয় রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক পরম্পরার পরিপন্থী। তিনি বলেন যে, প্রথমবারের মতো



আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপোস করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের ভাষা দরকার। বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি এই চুক্তিকে শুধুমাত্র একটি কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন না, বরং এটিকে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়ার একটি উদাহরণ বলেই তুলে ধরতে চাইছেন।এদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, এই প্রথমবার লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, এটি সংসদীয় রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক পরম্পরার পরিপন্থী। তিনি বলেন যে, প্রথমবারের মতো

এলওপি-কে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও সরকারের বিরুদ্ধে স্বজ্ঞতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।রাহুল গান্ধীর সবচেয়ে তীব্র অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রমকে ‘বিক্রি করে দিয়েছেন’। তাঁর দাবি, এই বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশের শমজীবী মানুষ, কৃষক এবং ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীজি জনতার কঠোর পরিশ্রম বিক্রি করে দিয়েছেন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান, চুক্তির শর্তাবলি সাধারণ মানুষের পক্ষে কতটা লাভজনক, তা নিয়ে সরকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে।রাজনৈতিক মহলের

একাংশের মতে, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি এমন এক সময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে, যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক, বাজার প্রবেশাধিকার এবং দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা-এই সব প্রশ্নই অত্যন্ত সংবেদনশীল। সেই প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের এই ধরনের আক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াবে। অন্যদিকে, সরকারপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর অভিযোগের সরাসরি জবাব দেওয়া হয়নি। তবে বিজেপি নেতৃবৃন্দের একটি অংশের দাবি, এই বাণিজ্য চুক্তি দেশের অর্থনীতিকে কে আরও শক্তিশালী করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অবস্থান মজবুত করবে। তাদের মতে, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।তবুও রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে সরকারের উপর চাপ বাড়াতে চাইছেন এবং সংসদের পাশাপাশি জনসমক্ষে এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক উৎসেক দিতে প্রস্তুত। আগামী দিনে সংসদের অধিবেশন এবং রাজনৈতিক ময়দানে এই ইস্যু আরও কতটা উত্তাল হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের খবর সূত্র জানান।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনায় বিস্তের অভিযোগ, রাহুল গান্ধীকে সংযমের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ ফেব্রুয়ারিঃসংসদের চলতি অধিবেশনের রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এই প্রেক্ষিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুললেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজ্জু। গত মঙ্গলবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রাহুল গান্ধীর আচরণের কারণে সংসদের স্বাভাবিক আলোচনা ব্যাহত হচ্ছে এবং তাঁর উচিত সংযম দেখানো, যাতে অন্য সাংসদদের ক্ষতি না হয়।কিরেন রিজ্জুর বক্তব্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে লোকসভায় আলোচনা ব্যপ্পষ্ট ইতিবাচকভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর হস্তক্ষেপের কারণেই গত সোমবার সেই আলোচনা ভেঙে পড়ে। মন্ত্রীর কথায়, লোকসভায় আলোচনা ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধীর কারণে

গতকাল পুরো আলোচনা ব্যাহত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজ্যসভায় একই বিষয় নিয়ে তুলনামূলকভাবে শান্ত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে, যা লোকসভার পরিস্থিতির সঙ্গে স্পষ্ট বৈপরীতা তৈরি করেছে।সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, একজন ব্যক্তির আচরণের জন্য গোটা লোকসভায় আলোচনা ব্যাহত হওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, সংসদ একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রত্যেক সাংসদের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অন্যদের বক্তব্য রাখার সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। কিরেন রিজ্জু বলেন, একজন ব্যক্তির কারণে লোকসভায় আলোচনা ব্যাহত হয়েছে, এটা ভালো নয়। তাঁর কিছুটা বুদ্ধি থাকুক।রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে সরাসরি বার্তা দিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বিরোধী দলনেতা

তাঁর আচরণ সংশোধন করবেন। মন্ত্রীর বক্তব্য, সংসদীয় বিতর্কে অংশগ্রহণের একটি নির্দিষ্ট শালীনতা ও ন্যায়বোধ থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমি আশা করি তিনি আজ নিজের আচরণ সংশোধন করবেন। একই সঙ্গে কিরেন রিজ্জু দাবি করেন, রাহুল গান্ধী বিতর্কে সেভাবে গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন না, অথচ তাঁর আচরণের প্রভাব পড়ছে অন্য সাংসদদের উপর।এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদদের কথাও তুলে ধরেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। তাঁর মতে, বিরোধী শিবিরে এমন বহু সাংসদ রয়েছেন, যারা সংসদে ভালোভাবে বিতর্ক করা উচিত নয়। কিরেন রিজ্জু বলেন, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন এবং বক্তব্য রাখতে চান। কিন্তু রাহুল গান্ধীর আচরণের কারণে তাঁদের সময় এবং সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। কিরেন রিজ্জুর কথায়, কংগ্রেস এবং বিরোধী দলে বেশ কয়েকজন সাংসদ আছেন যারা ভালোভাবে বিতর্ক

পরামর্শ কিরেন রিজ্জুর

করেন, ভালো পরামর্শ দেন এবং কথা বলতে চান, রাহুল গান্ধীর কারণে তাঁদের সময়ও নষ্ট হচ্ছে।এই মন্তব্যের মাধ্যমে কিরেন রিজ্জু কার্যত বিরোধী দলনেতার নেতৃবৃন্দের ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। সংসদের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও ফলপ্রসূ আলোচনা বজায় রাখার দায়িত্ব শুধু সরকারপক্ষের নয়, বিরোধীদেরও-এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন তিনি।এদিকে, কিরেন রিজ্জুর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংসদের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা এমনিতেই সংবেদনশীল, তার উপর শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে এই ধরনের প্রকাশ্য বা কুাবির্নিময় আগামী দিনে সংসদীয় রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে।

মকর দ্বারে কংগ্রেস সাংসদদের বিক্ষোভ, প্রধানমন্ত্রীকেও নিশানা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সংসদের মকর দ্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বুধবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁর হাতে থাকা পোস্টারে লেখা ছিল, আপোষ করছেন প্রধানমন্ত্রী। গত মঙ্গলবার, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও একই অভিযোগ করেছিলেন।উল্লেখ্য, লোকসভার সাংসদ গুরজি সিং আউজলা, হিবি ইউভেন, ডিন কুরিয়াকোসে, অমরিন্দর সিং রাজা

ওয়ারিং, বি. মানিকম ঠাকুর, ড. প্রশান্ত ইয়াদোরাও পাডোলে, চামালা কিরণ কুমার রেড্ডি এবং এস. ভেঙ্কটেশ্বরকে সংসদের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সংসদের বাকি অধিবেশন থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, যখন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী গতকাল সন্দেশ চীনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এদিনের বিক্ষোভে সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিরোধীদের হইহট্টগোলে এদিন দুপুর বারোট। পর্যন্ত মূলত্ববি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন।

গুলমার্গ ও পহেলগামে রাতের তাপমাত্রা হিমাক্ষের নীচে শ্রীনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র গুলমার্গ ও পহেলগামে মঙ্গলবার রাতের তাপমাত্রা হিমাক্ষের বহু নীচে নেমে গিয়েছে। তবে এদিন উপত্যকার অন্যান্য অংশে তুলনামূলকভাবে রাতে অনান্যদিনের থেকে তাপমাত্রা

সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির, ৮ জন সাংসদকে সাসপেন্ড পসঙ্গে মন্তব্য প্রিয়াক্ষার



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ ফেব্রুয়ারি :৮ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াক্ষা গান্ধী বঢ়া বলেন, এটা নতুন কী? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিটি অধিবেশনেই এমনটা ঘটছে। এটি কেবল এলওপিকে কথা বলতে না দেওয়ার ঘটনা নয় এটি গণতন্ত্রের এবং সংসদের কাজ করার পদ্ধতির একটি মৌলিক বিষয়। সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির। কেউ যদি নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করে তাহলে সমস্যা কী? তাঁরা ভয় পায় যে এর থেকে কী বেরিয়ে আসবে। তারা বইটি প্রকাশের অনুমতি দেয়নি। আমি যতদূর জানি, বইটিতে এমন কিছু আছে যা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের শীর্ষ নেতৃ বৃন্দের সঙ্কটের মুখে প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটি তাদের চরিত্র

এবং সরকারের চরিত্রকে স্পষ্টভাবে দেখায় যে, যখন দেশকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং চীনা সেনারা আমাদের সীমান্তে আসছে, তখন তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। এপস্টাইন ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে সরকার কীভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল, একজন দোষী সাব্যস্ত যৌন পাচারকারী, একজন দোষী সাব্যস্ত শিশু যৌন অপরাধী। তাহলে, তাকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এটিও একটি প্রমাণিত নথি। এটি না হলে সংসদে কী নিয়ে আলোচনা হবে?তিনি আরও বলেন, তিনি একটি মৌলিক বিষয়। এটি একটি প্রকাশিত উৎস থেকে উদ্ধৃত দিচ্ছেন। তিনি গতকালও এটির সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাহলে, তিনি যদি কথা বলেন তাহলে সমস্যা কী? তারা (এনডিএ) যখন কথা বলে তখন বই এবং মার্গাগাজিনের নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত দেয়। যতক্ষণ না এটি একটি প্রকাশিত উৎস, ততক্ষণ টিক আছে।

নির্বাচন কমিশন বিজেপির ‘ ব্যক্তিগত কোম্পানি’তে রূপ নিয়েছে, তীব্র কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের



ধরছেন।নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরও তীব্র কটাক্ষ করেন রাউতা। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলেন যে, নির্বাচন কমিশনের গতানুগতিক ভাষাটাই হলো হয়। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান, কমিশনের কাজকার্নে বিজেপির প্রভাব এতটাই বেড়েছে যে প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্রতা নিয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শিবসেনা নেতা। যদিও সরাসরি

কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেননি, তবুও তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট যে নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এড়ানো যায় না বলেই তিনি মনে করেন।উল্লেখ্য, সঞ্জয় রাউতের এই মন্তব্যের আগে সমাজবাদী পার্টি প্রধান অশ্বিনেশ যাদবও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন। বিভিন্ন নির্বাচন ভোটের তালিকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ করেন। সেই

বাংলাকে আলাদা করে লক্ষ্য করা হচ্ছে, তোপ মমতার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ ফেব্রুয়ারিঃ‘বাংলাকে আলাদা করে লক্ষ্য করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে।দেশভাগের পর পাকিস্তান হয়েছে। বাংলাদেশ হয়েছে পরো।তাও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের বাংলাদেশি বলছে’। আগে একাধিকবার এই সুরে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবারও তিনি ক্ষোভের সঙ্গে এই অভিযোগ তোলেন।এ দিন দিল্লির বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সঙ্গে অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন এসআইআর-এ ‘ ক্ষতিগ্রস্থ ‘বেশ কয়েকটি পরিবারের প্রতিনিধি। এদের নিয়েই গত সোমবার নির্বাচন সন্দেশ গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।মমতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের তথ্য চুরি করেছে। দলীয় নেতাদের জেল ভরে দিচ্ছে। আমরা এখন সব দরজায় কড়া নাড়ছি। সংবাদমাধ্যমও



গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ। এসআইআর-এ আক্রান্তদের নিয়ে এসেছি। আপনারাও দেখুন তাঁদের অবস্থা।’’মমতা বলেন, ‘‘দিল্লি সংবাদমাধ্যমের তো জানার কথা নয়, বাংলায় কী ঘটছে!’’ কী হারে মাইক্রো অবজার্ভাররা জমিদারি ফলাচ্ছে। কী হারে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ অসুস্থ।

স্পেসএক্স এক্সএআই অধিগ্রহণ করল, মান্ধ বললেন-‘ অভিন্যানের পরবর্তী অধ্যায়’

ওয়াশিংটন, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে ইলন মাস্কের দুই সংস্থা স্পেসএক্স এবং কু ত্রিম বুদ্ধিমানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এক্সএআই একীভূত হয়েছে। স্পেসএক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা



কমিউনিকেশন কমিশনের কাছে ১০ লক্ষ সফটলেইটের একটি নেটওয়ার্ক কর্মক্ষেপে চালু করার অনুমতি চেয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সোলার-পাওয়ার্ড এই ডেটা সেন্টার নেটওয়ার্ক একাই-র দ্রুত বর্ধমান তথ্য চাহিদা মেটাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সৌরশক্তি নির্ভর ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে এআই সংক্রান্ত ডেটা চাহিদা পূরণ করা হবে। মাস্কের ধারণা, ২-৩ বছরের মধ্যে এআই কম্পিউটিংয়ের সবচেয়ে সস্তা উপায় হবে মহাকাশে।

ফে ড।রেল

বি.ডি.ও-এর চেম্বারেই শুনানি



নিজস্ব প্রতিনিধি, বহড়(দঃ২৪পরগনা),৪ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার জনগনের -১ বিডিও কার্যালয়ে শুনানি চলেছে, বহড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজনকে নিয়েই। গত সোমবার সকাল থেকেই বহড় এলাকার বিভিন্ন সংসদের বাসিন্দারা হাজির। জন্মগর-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকরিক তথা এই.আই.-ও মাননীয় শুভদীপ দাস সকাল ১০ টার পুবেই নিজের চেম্বার-এ হাজির ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাইক্রো -অবজারভার সহ বি.এল.ও রা। দুইজন মহিলা বা ২জন পুরুষ এভাবেই জন্মগর থানার বিভিন্ন পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স স্টার্করা সূভটাবে লাইনে দাড়ানো ব্যক্তিদের পরিচালনা করছেন নির্দেশমতো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বহড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান মোল্লা সহ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা-ও বিডিও কার্যালয়ের বাইরে লাইনে দাড়ানো ব্যক্তিদের কাজগজর সূভটাবে গুছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন। ফলে খুব দ্রুত শুনানি পর্ব সূভটাবে সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানা যায়। ছবি-বিশ্বরূপ সেন।

‘মমতার বড় জয়’ লিখে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট তৃণমূলের

অনিকেত নন্দর,কলকাতা, ৪ ফেব্রু য়ারিঃসুপ্রিম কোর্টে বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানির পরে সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সেখানে তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা জয়া সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কমিশনকে নোটিস দিতে বলেছে। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের অফিসারদের মানবিক হতে বলেছে। মাইক্রো অবজারভারদের প্রয়োগনা নাও হতে পারে বলে জানিয়েছে কমিশন।জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আমরা সুবিচার চাই। বাস্তবতা বুঝুন- ইআরও, বিএলও-দের আজ কোনও ক্ষমতা নেই। এরা ৮৪০০ মাইক্রো অবজারভারদের নিয়োগ করে তাঁদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। তাঁরাই সব নাম বাদ দিচ্ছে।লেকশন কমিশন আজ হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন হয়ে গিয়েছে। জনতাকে অভিযোগ জানাতে দিচ্ছে না।মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াালের পাষ্টা কমিশনের তরফে আইনজীবী বা অসহায়দের মানবিক হতে বলেছে। মাইক্রো অবজারভারদের নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য সহযোগিতা করছে না। আমাদের অন্য উপায় ছিল না।

হুমকি দিয়ে পোস্টার মিলল জঙ্গলমহলে

পুকুলিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারিঃবিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমকি দিয়ে পোস্টার মিলল পুকুলিয়ার জঙ্গলমহলে। বুধবার সকালে পুকুলিয়ার বোয়ো থানার অন্তর্গত আঁকরো বড়কদম অঞ্চলের আঁকরো গ্রামে পুকুর পাড় থেকে লাল কালিতে লেখা একটি পোস্টার উদ্ধার করা হয় বলে স্থানীয় সংবাদ জানা গেছে। তাতে লেখা ছিল, ২০২৬ এ বার খেলবে মাওবাদীরা। বনধ না মানলেই মৃত্যুগুণ্ড। কবে এই বনধ পালন করতে হবে, পোস্টারে যদিও তা লেখা ছিলনা। তবে পুলিশের একাংশের দাবি, পোস্টারটি মাওবাদীদের তা হতে পারে। কে বা কারা ওই পোস্টার দিয়েছ, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেঘঃজাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন উদ্যমে ভরপুর একটি দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। কর্মক্ষেত্র বা ব্যক্তিগত জীবন, উভয় ক্ষেত্রেই নতুন অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করার এটাই সঠিক সময়।।
বৃষঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি ইতিবাচক দিন। আপনার চারপাশের শক্তি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা উচ্চ স্বীকৃতি পেতে পারে, তাই কঠোর পরিশ্রম করতে ভয় পাবেন না। আপনার ব্যক্তি অন্যান্যের ধারণার প্রতি মনোযোগ দেন, তবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে।
মিথুনঃ অন্যান্য সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাজে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা আপনাকে উৎসাহ প্রদান করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনারকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রতীয় করে তুলবে। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যা যা উদ্ভাবনমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহ নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নয় ক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। শুভ দিন হবে।

কন্যাঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার যোগাযোগ এবং কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আপনার ধারণাগুলো কার্যকর ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

তুলাঃ অতিরিক্ত যাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ ভালো জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহূর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। বিবাহের যোগ হবে।
বৃশ্চিকঃ অব্যাহিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দৃষ্টিস্তম্ভুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। আপনি দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত হবেন নতুন বন্ধু।
ধনুঃ রাশির জাতক জাতিকারা জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি দিন। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উৎসাহবাক্তক দিন।

কুন্তঃ সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। নতুন জীবন হ্রদয়ে প্রেম রাজ করবেন। আপন উদ্যোগগুলি লোভনীয় হবে
মীনঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন । শুভ দিন হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে বুধবার সামান্য বালু তাপমাত্রার পারদ। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঠান্ডাও শানিকট। কমেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যে আপাতত আগামী সাত দিন রাতের তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। গোটা রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে আগামী শনিবার পর্যন্ত থাকবে কুয়াশার দাপট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে বুধবার থাকবে কুয়াশা। আগামী কয়েকদিন ভােরে ও রাতেই অনুভূত হবে শীতের আমেজ। তবে, বেলা বাড়তেই উধাও হয়ে যাবে ঠান্ডা। আর্পেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ০৯রাত ৫০টা ।
ভাটা-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট ।
সূর্য:উদয়ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্তকাবে আজ ৫টা ২৬মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

ধর্মণের অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত আত্মীয়

নিজস্ব সংবাদদতা,জয়নগর, ৪৪ ফেব্রয়ারি : নিজের এক আত্মীয়কে ভয় দেখিয়ে একাধিকবার ধর্মণের অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি জয়নগরে পুলিশ সূত্রে জানা যায়.জয়নগর থানার হরিনারায়ণ পুর পঞ্চায়েতে এলাকায় এক গৃহবধুর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতো বারুইপুর থানার পূর্ব বলবলিয়ার ৪৭ বছরের এক ব্যক্তি।আত্মীয়তার সূত্রে ধরে সে এ গৃহবধুর স্বামীর অনুপস্থিতে ভয় দেখিয়ে একাধিক বার ধর্মণ করে বলে অভিযোগ।ভয় পেয়ে বেশ কিছু দিন চুপচাপ ছিলো এ নির্ধাতিতা গৃহবধু.জয়নগর থানায় এসে অভিযুক্ত আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ধর্মণের অভিযোগ দায়ের করেন। আর তার পরেই তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ এ নির্ধাতিতার শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি সোমবার রাতে বারুইপুর থানার পূর্ব বলবলিয়া এলাকার বাড়ি থেকে ৪৭ বছরের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহান্যায় বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বারুইপুর থেকে গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক এক পাচারকারী

নিজস্ব সংবাদদতা, বারুইপুর,৪ ফেব্রয়ারি : বারুইপুর পোস্ট অফিস থেকে গ্রেপ্তার এবার আন্তর্জাতিক এক পাচারকারী। ধৃতের নাম মিনাতুল্লাহ নোবাবন। বাড়ি ঢোলাহাট থানার উত্তারাবাদ এলাকায়। শাফির ভাঙে মধ্যে পাখির পালক চিনে পাচারের আগে মঙ্গলবার বারুইপুর পোস্ট অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয় মিনাতুল্লাহকে। ৪১ টি প্যাকেট করে সে মাহুরাঙ্গার পালক পাচার করছিলো। এত পরিমান মাহুরাঙর পালক সে কোথায় পেল তা নিয়ে দ্বন্দে পুলিশ।পুলিশ জেরায় সে জানায় বিহার থেকে এই পালক গুলো সে নিয়ে এসেছে। পুলিশ শুনে খবর বড় বড় প্যাকেটে পোস্ট অফিস মারফত শাডি পাঠাবে বলে নিয়ে এসেছিল অভিযুক্ত। এর পরেই তার প্যাকেট দেখে সন্দেহ হয় পোস্ট অফিসের কর্মীদের।তারা প্যাকেট খুলে দেখাতে বলতেই সে সেখান থেকে পালাতে যায় আর তখনই তাকে ধরে ফেলে অন্যান্য কর্মীরা। এরপর খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনার স্থল থেকে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালত পেশ করে বারুইপুর থানার পুলিশ।

বারুইপুরে গ্রেফতার দুই বাইক চোর

নিজস্ব সংবাদদতা,বারুইপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : এবার বারুইপুর থানার পিয়ালী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার দুই বাইক চোর। সূত্রের খবর, ধৃতদের নাম অয়ন মণ্ডল ও সৌমেন মণ্ডল। তারা সন্দররন কোস্টাল এলাকার বাসিন্দা। সোমবার তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া তিনটি মোটরবাইকও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ২১ শে জানুয়ারি উত্তর ভাগ এলাকার এক বাসিন্দা বাইক চুরির অভিযোগে জানান। তার ভিত্তিতেই তদন্তে শুরু হয়। তদন্ত চলাকালীন ওই এলাকার বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ হাতে আসে পুলিশের। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়। তবে দুই অভিযুক্তর কোনও খোঁজ মিলছিল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পিয়ালী এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা পিয়ালী এলাকায় একটি বাড়ি ভাা নিয়ে থাকতো। সেখান থেকেই তারা বিভিন্ন এলাকায় বাইক চুরির হুক করতো। একজন বাইক চুরি করতো এবং অন্যজন চারপাশে কড়া নজর রাখতো। চুরি করা বাইকগুলি ধৃতরা সুন্দররন এলাকায় বিক্রি করে দিতো বলে অভিযোগ।ধৃতদের ইতিমধ্যেই জেরা শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ধৃতরা কেবল বারুইপুর নয়, আশপাশের বিভিন্ন থানা এলাকাতেও একাধিক বাইক চুরি করেছে। এই চক্রের আর কেউ জাতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

মহানগরের খবর

সোনার দুলের বদলে ৭২ হাজার টাকার প্রলোভন, হাবরায় প্রতারণার শিকার হরিণঘাটার মহিলা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদতা, হাবরা, ৪ ফেব্রুয়ারি : সোনার কানের দুলের বিনিময়ে ৭২ হাজার টাকা পাওয়ার ‘সুবর্ণ সুযোগ’ হাতছাড়া করতে চাননি তিনি। কিন্তু সেই সুযোগই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সোনার দুল খুঁয়ে সর্বস্বান্ত হলেন হরিণঘাটার এক মহিলা। মঙ্গলবার হাবরা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘট্টে যাওয়া এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে হাবরা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার শিকার হওয়া মহিলার নাম তারকদাসী মাঝি। তিনি নদিয়া জেলার হরিণঘাটার হাঁপানিয়া মধ্যপাড়া এলাকার বাসিণী। মঙ্গলবার তিনি হাঁপানিয়া বাজার থেকে অটো করে হাবরা বাজরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে তিনি হাবরা স্টেশনের দিকে রওনা দেন। সেই সময়ই তার জীবনে ঘটে যায় এই প্রতারণার ঘটনা। অভিযোগে অনুযায়ী, অভিযোগ, স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুই অপরিচিত যুবক তার সঙ্গে আলাপ জমায়। কথোপকথনের



হাজার টাকা তিনি পেতে পারেন, এমনটাই জানান প্রতারকরা। তাদের কথায় বিশ্বাস করেন তারকদাসী। ওই দুই যুবকের সঙ্গে তিনি যান হাবরার তলোা পট্টি এলাকায়। সেখানে দাঁড়িয়েই প্রতারক দুই যুবকের কথায় বিশ্বাস করে নিজের কানের সোনার দুল খুলে তাঁদের

একটি ১০০ টাকার নোট দেখে তিনি ধরে নেন, পুরো বাস্তিলাটাই ১০০ টাকার নোটে ভর্তি। এর পরে অভিযুক্তরা সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। প্রতারকরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সন্দেহ হয় তারকদাসীরা। তিনি বাস্তিলাটি খুলে দেখেন, উপরে একটি মাত্র ১০০

ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানি প্রায় শেষ, ৭ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদতা,কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নির্বিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। সবকিছু ঠিকাক্র চললে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি চূান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই নোটিস পাঠানো ও শুনানি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ফলে নতুন করে কোনও ভোটারকে শুনানির নোটিস পাঠানোর সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। তবে চূড়ান্ত তালিকায় কার নাম থাকবে আর কার নাম বাদ যাবে, তা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে এখন চরম উকঠা। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটারদের কাছে শুনানির নোটিস পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কমিশন সূত্রে দাবি, সেই কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হয়েছে। যাদের শুনানি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, তাঁদের নথি ও তথ্য ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমিশনের পোর্টালে আপডেট করার সময়সীমাও অতিক্রান্ত হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, এই পর্যায়ে পরে নতুন করে কোনও ভোটারকে



স্বয়ংক্রিয়ভাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূল জটিলতা তৈরি হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেই, যাদের নামে শুনানির নোটিস জারি হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, শুনানির সময় নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ১৬টি নথির মধ্যে একটিও যাঁরা জমা দিতে পারেননি, তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পায় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্বস্তির খবরও রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে,

শুনানির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তার বাইরে আর কোনও নতুন শুনানি হবে না বলেই কমিশন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পাচ্ছিল। কমিশনের দাবি, ওই ভোটারদের মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, কমিশনের খাতায় মৃত হিসেবে চিহ্নিত অনেক ভোটার এখনও জীবিত। এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষা করেন। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে দেশের রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও দায়ের করেছেন। বাদ যাওয়া ভোটারদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, খুনের অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়। কিন্তু ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের কোনও কথা না শুনে। ডুপ্লিকেট বা মৃত ভোটার নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই, কিন্তু জীবিত থাকার পর কমিশনের খাতায় অনেক ভোটারকে মৃত দেখানো হয়েছে।

এসআইআর নোটিস ঘিরে আতঙ্ক, অসুস্থ প্রাক্তন ফুটবলারের ৯৫ বছরের বাবা,কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রহিম নবির

নিজস্ব সংবাদদতা,কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাজুড়ে এসআইআর শুনানি ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে উত্তেজনা ও আতঙ্ক। বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর সামনে আসছে। অভিযোগ উঠছে, শুনানির নোটিস পেয়ে বহু মানুষ মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন তারকা সৈয়দ রহিম নবির পরিবারে। এসআইআর শুনানির নোটিস পাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তার ৯৫ বছর বয়সি বাবা সৈয়দ মাহবুবন নবি। বর্তমানে তিনি হুগলির পাণ্ডুয়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বাসিন্দা সৈয়দ মাহবুবন নবির নামে

সম্প্রতি এসআইআর শুনানির নোটিস আসে। ওই নোটিস পাওয়ার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বৃদ্ধ। অভিযোগ, নোটিস হাতে পাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দ্রুত পাণ্ডুয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তিনি বর্তমানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রয়েছেন। ৯৫ বছর বয়সী সৈয়দ মাহবুবন নবি দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গেই বসবাস করছেন। পরিবারের দাবি, এত বছর ধরে বাংলায় থাকার পরও কীভাবে তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। এই ঘটনার পর গোটা পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বৃদ্ধের

অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এদিকে বাবার অসুস্থতা এসআইআর প্রক্রিয়ার মানবিক দিক হসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগের দেন তিনি। রহিম নবি বলেন, আমি ভারতের হয়ে ফুটবল খেলেছি। তবুও নির্বাচন কমিশন আমাকে ছাড়েনি। এবার আমার ৯৫ বছরের বাবাকেও প্রাণণ করতে হবে তিনি ভারতীয় নাগরিক কী না। বাবার এই অসুস্থতার জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশন দায়ী। উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েকদিন আগেই এসআইআর শুনানির জন্য নোটিস পেয়েছিলেন রহিম নবি। তিনি নির্দিষ্ট দিনে শুনানিতে হাজিরাও দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না

করলেও, বাবার অসুস্থতার পর তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে এসআইআর প্রক্রিয়ার মানবিক দিক নিয়ে। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই ‘আতঙ্ক’ নিয়ে রাজনৈতিক তরঙ্গ তুঙ্গে। অভিযোগ উঠেছে, শুনানির ডাক পেয়ে রহু মানুষ ভয় ও মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কোথাও কোথাও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দিল্লি গিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সরহ হন। তিনি এসআইআর ইস্যুতে কমিশনের ভূমিকার ধার্য সমালোচনা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের ‘ করার ডাক দেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আর্তাত রয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসোদিতভাবেই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।--

প্রেমের রঙ সবুজ মেরুন,ভ্যালেনটাইন ডে’র আগে প্রেমিকার মন রাখতে লক্ষাধিক টাকা খরচ করলেন প্রেমিক

প্রীতম সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটী, ৪ ফেব্রুয়ারি : ভ্যালেনটাইন ডে তে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে ভালোবাসার উপহার তুলে দেন। হুগলির এক প্রেমিক তার প্রেমিকার মন রাখতে গোটা বাড়িটাই সবুজ মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুললেন। হুগলির বৈদ্যবাটী ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলা বাড়ির নতুন রং এর কাজ দেখে অনেকেই খানেক দাঁড়াছেন।এই বাড়ির রং এখন এলাকার চর্চাবিষয়। মোহনবাগানের সমর্থক শুভভিৎ যোষ নিজের বাড়ির রং করছেন প্রিয় দলের রঙে। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ পথে ঠিক উপরেই লাগানো রয়েছে সবুজ মেরুন দলের লোগো পাল তোলা নৌকা। এলাকার মানুষের কাছে এই বাড়ি এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে মোহনবাগান বাড়ি নামেও। এই পরিবারের প্রত্যেকেই মোহনবাগানের সমর্থক। শুভভিৎএর বাবা সূরত যোষ তিনিও

মোহনবাগানের সমর্থক। পেশায় তিনি সরকারি কর্মচারী। তার একমাত্র সন্তান শুভভিৎ২০০৬ সাল থেকে বাবার সাথে মোহনবাগানের খেলা দেখেন। তখন থেকেই সেই দলের প্রতি টান শুভভিৎ এর।শুভভিজতের পোশের পাড়াতেই বাড়ি শ্রমনা নন্দীরাপড়াশোনা সূত্রে বৈদ্যবাটি বাড়িশালা ঘাট এর শ্রমনার সঙ্গে পরিচয়। আলাপ থেকে প্রেম বেশি সময় লাগেনি। শ্রমনা নিজেও মোহনবাগান প্রেমী। তারা দুজনে একসাথে মাঠে বসে খেলাও দেখেছেন একাধিকবার। দুজনের ভালবাসা পূর্ণতা পেতে চলেছে। খুব শীঘ্রই তারা বসতে চলেছেন বিয়ে পিঁড়িতে। শুভভি বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল বাড়িটা মোহনবাগানের জার্সি রঙে রং করার কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি। শ্রমনা তার ইচ্ছার দৃষ্টি আনয়ন করে। আমরা দুজনেই মোহনবাগানের ভক্ত। তখনই ঠিক করি বাড়ির

রং করব মোহনবাগানের রঙে। আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতেই এমন ইচ্ছা ছিল দুজনেরই। মূলত তার ইচ্ছাকে মান্যতা দিতেই এই রং করা হয়েছে। বাড়ির আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা অনেকেই তাকিয়ে দেখছে। এখন আমাদের বাড়ির নাম হয়ে গেছে, মোহনবাগান বাড়ি। অনেকে আবার চিনতে না পারলেই মোহনবাগান বাড়ি বললেই চিনিয়ে দিচ্ছে।শুভভিজতের বাবা সূরত যোষ বলেন, আমার পরিবারের সকলেই মোহনবাগানের সদস্য। বাড়ির মহিলারা অধিকাংশ সময় সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু ফুটবলের সময় আমরা সবাই ফুটবল দেখি। তবে মোহনবাগানের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। মোহনবাগান জিতলে আমরা আনন্দিত হই। তবে আমার বাড়িতে যে আসছে অর্থাৎ আমার হবু বৌমা তিনিও মোহনবাগানের ভক্ত।

বারুইপুর থানায় চালু হলো সাইবার সেল ও মহিলা হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : এবারে মহিলাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে এবং সাইবার প্রতারণা রুখতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলো বারুইপুর থানার পুলিশ।এবার বারুইপুর থানায় চালু হলো পৃথক সাইবার সেল এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ হেল্প ডেস্ক।মঙ্গলবার এই নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত।তিনি বলেন,অনেক সময়ই মহিলারা তাঁদের সমস্যার কথা থানার পুলিশ অফিসারদের জানানতে সংকোচ বোধ করেন। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই বারুইপুর থানায় চালু করা হলো মহিলা হেল্প ডেস্ক।এখানে মহিলারা সরাসরি মহিলা পুলিশ অফিসারের কাছে নিজদের অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।অন্য দিকে, দিন দিন বেড়ে চলা সাইবার প্রতারণার ঘটনা মোকাবিলার জন্য থানায় গঠন করা হয়েছে পৃথক সেল।বারুইপুর থানার আই সি অর্ধদশদুশের দে সরকার জানান, সাইবার প্রতারণার ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টাকা খোয়া যাওয়ার পরে যত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়, টাকা উদ্ধারের সম্ভাবনা তত বেশি থাকে। সেই কারণেই এই ডেস্ক চালু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টাই এই ডেস্ক চালু রাখা হবে। এই ডেস্ক চালু হওয়ায় অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে আশা বারুইপুর পুলিশের।পাশাপাশি, গত কয়েক মাসে চুরি হয়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া প্রায় ২৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এদিন।এ ছাাও,সম্প্রতি সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে লক্ষাধিক টাকা হারানো এক তরুণীকে টাকার বড় অংশ ও উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে খাদ্যমেলা ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদতা,নববারাকপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : ব্যারাকপুর ২ ব্লকের লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় ৫৬ তম বর্ষে পদার্পন করল মঙ্গলবার। দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আয়োজন করে খাদ্যমেলা। চলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় ১৭ টি স্টলে সুস্বাদু খাবার নিয়ে হাজির বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে নবম এবং একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারা। সকালে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন এবং ৫৬ তম জন্মদিনের কেক কাটেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায়। বিদ্যালয়ের

স্পাইসজেট ইন্ফালে প্রবেশ করে কলকাতা, গুয়াহাটি ও মুম্বাই থেকে দৈনিক ফ্লাইট চালু করে


 গুরুগ্রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬ স্পাইসজেট মণিপুরের রাজধানীতে এটির প্রথম ফ্লাইট পরিষেবা চালু করে ইক্ষফলে প্রবেশ করতে চলেছে, উত্তর-পূর্বে বিমান সংযোগ আরও

শক্তিশালী করে। ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে, স্পাইসজেট বোয়িং ৭৩৭ বিমান ব্যবহার করে কলকাতা, গুয়াহাটি এবং মুম্বাই থেকে ইক্ষফলের জন্য প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে। নতুন রুটগুলি মণিপুরে প্রবেশাধিকারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, যা এই অঞ্চলে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন এবং নির্ভরযোগ্য সংযোগ প্রদান করবে এবং অবসর এবং ব্যবসায়িক উভয় ভ্রমণকারীদের জন্য ভ্রমণের বিকল্পগুলিকে উন্নত করবে। কলকাতা এবং গুয়াহাটি থেকে উড়ে আসা যাত্রীরা বিরতিহীন পরিষেবাগুলি থেকে উপকৃত হবেন, যখন মুম্বই থেকে ভ্রমণকারীরা কলকাতায় একটি সংক্ষিপ্ত স্টপওভার সহ একক বিমান ভ্রমণ উপভোগ করবেন, বিমান পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

পরলোকে অরূপ ব্যানার্জী

নিগমানন্দ ঠাকুর, মুম্বাই : বাংলা আধুনিক গানের একটা যুগের সমাপ্তি হলো । এটা ছিল ন’য়ের দশকের সেই যুগ যখন সুপারহিট বাংলা গান মানেই কুমার শানু, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ-প্রণয় জুটি । গত রবিবার ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ মুম্বাইয়ের বাসভবনে প্রয়াত হলেন অরূপ-প্রণয় সুরকার দ্বয়ের অন্যতম অরূপ ব্যানার্জী (প্রণয় অধিকারী বহু বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন) । মৃত্যুকালে অরূপ ব্যানার্জী’র বয়স হয়েছিল ৭১ বছর । প্রিয়তমা মনে রেখো, কত যে সাগর নদী, তুমি জানো না নাকি বোঝো না, কে বলে ঠাকুমা তোমার বয়স-- , তুমি আছো এত কাছে তাই, ফুলের ছোঁয়া যদি লাগে, তুমি এলেনা কেন এলেনা-র মতো অরূপ-প্রণয় জুটির সুর করা বহু সুপার হিট গান এখনো শ্রোতাদের কানে বাজে । সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকারদের মৃত্যুর পরেও থেকে যায় তাঁদের সৃষ্টি । গত কয়েকবছর পূর্বে মাথায় একটা গুরুতর অপারেশনের রক্ষা সামলে অরূপ ব্যানার্জী আবার সূরের জগতে ফিরেছিলেন । মৃত্যুর একদিন পূর্বেও মুম্বাই থেকে তিনি অনলহইনে ক্লাস করিয়েছেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের । মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তিনি । আর তাই বর্ষীর গণেশ পুজায় সকলকে খাওয়ানোর জন্য বিশাল আয়োজন করতেন প্রতিবছর । কোনো সরকারী ও বেসরকারি পুরস্কার, যথাযথ সম্মান না পাওয়া মানুষটি চলে গেলেন নিঃশব্দে । থেকে গেল তাঁর সৃষ্টি ।



অরূপ ব্যানার্জী (বামে) এবং তাঁর স্ত্রী (ডানে)

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে খাদ্যমেলা ও স্বাস্থ্য শিবির

ফেস্টিভাল এর শুভ উদ্বোধন করেন বিলকান্দ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক। ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বিনু্যৎ কুমার পাল সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ও শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবকরা। খাদ্যমেলায় ঘৃঘনি আলুবাংলি, ফুচকা, ফ্রাইড রাইস, বিরিয়ানি, চিলি চিকেন, মোমোর মতো রকমারি সুস্বাদু খাবার তৈরি করে স্টল সাজিয়ে বসেছিল ছেলে মেয়েরা। একটা উৎসবের চেহারা নেই। বিদ্যালয়ের শ্রেণী গুলিকে শাশিবিরে ছিল র্লাভ সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, হার্ট এর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান। কুমার রায়। বিদ্যালয়ের

কুমার রায় জানান ঐতিহ্যবাহী লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল ৫৬ বছরে পদার্পন উপলক্ষে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রথম খাদ্যমেলার আয়োজন।মূলত ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্বনির্ভরতাশীল চেতনা বোধ জগ্রত করতে এই প্রয়াস। বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবকদের মধ্যে। সুস্বাদু খাবার সবই প্রায় বিক্রি করতে পেরেছে ছাত্র ছাত্রীরা। পাশাপাশি হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ে প্রাপ্তগে খাদ্যমেলা একটা উৎসবের চেহারা নেয় সারাদিন।

নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডের এলাকায় তথ্য অনুসন্ধানে এপিডিআরের ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর,৪ ফেব্রুয়ারি : নরেন্দ্রপুর থানার নাজিরাবাদে অগ্নি কাণ্ডে মোমো সংস্থার এলাকা পরিদর্শনে এপিডিআরের প্রতিনিধি দল। গত ২৫শে জানুয়ারি নাজিরাবাদে ওয়াও মোমোর গুদাম ও পার্শ্বের একটি ডেকরেটিং সংস্থার গুদামে আগুন লেগে ২৭ জন কর্মীর মৃত্যু হয়।এই ঘটনায় প্রথমে ডেকরেটিং সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাস, পরে ওয়াও মোমোর দুই কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিভিন্ন মহল থেকে ওয়াও মোমোর মালিককে গ্রেফতারের দাবি ওঠে। এলাকায় মিছিল করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মোমো সংস্থার মালিককে গ্রেফতারের দাবি জানান। বাবেদের তরফে একাধিক জয়গায় ওয়াও মোমোর বিপণির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।দক্ষ দুই

গুদামে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে উদ্ধার কাজ।সোমবার দিনভর ঘটনাস্থল ছিল শুনশান। তবে, পুলিশি পাহারা ছিল।এ দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অলতাফ আহমেদের নেতৃত্বে ৫ জন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল।এ ব্যাপারে এই সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অলতাফ আহমেদ বলেন, ‘রাজ্য ভাে এই জলাজমি ভরাট হলো তা নিয়ে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। সংস্থার কর্মীদের এইসআই, প্রিভেডেট ফান্ড ছিল কিনা, না থাকলে কেন ছিল না, তা ও দেখা হবে। প্রয়োজনে আমরা জনস্বার্থ মামলা করবো। আমরা এদিন তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলাম।

লক্ষীকান্তপুরের বিজয়গঞ্জ বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড


 নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্দির বাজার, ৪ ফেব্রুয়ারি : আমনপুরের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় আব্বো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের লক্ষীকান্তপুরের বিজয়গঞ্জ বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল

এলাকাজুড়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎই বাজারের একটি অংশে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে একাধিক দোকানো।আতঙ্কিত ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দমকলকে খবর দেন।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ২টো ইঞ্জিন। প্রায় কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুড়ে নষ্ট হয় দোকানের ভেতরে থাকা একাধিক মালপত্র। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। ঘটনাস্থলে যায় পৌঁছায় মন্দির বাজার থানার পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেকেই দোকান থেকে কিছুই বের করতে পারেননি। বহু ব্যবসায়ীর বছরের সঞ্চিত পুঁজি মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।প্রাথমিকভাবে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সঠিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। দমকলও নিজস্ব রিপোর্ট প্রস্তুত করছে।তবে এই ঘটনায় হতাহতের খবর না মিললেও এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসবাসীরা দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

গোল্ড মেডেল জেতে অভিশাশা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া: হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার খাজুরি গ্রামের বাসিন্দা অভিজিৎ বাজানি, পেশায় একজন জরিশিল্পী, স্ত্রী গৃহবধু প্রিয়া বাজানি, তাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা অভিশাশা। বাবা মা, কাকু কাকিমা, দাদু ঠাকুরার আদরে একলব্ববতী পরিবারে বেড়ে ওঠা অভিশাশা বর্তমানে স্থানীয় খাজুরি গ্রিপু়ারপুর হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পড়াশোনা ছবি আঁকার পাশাপাশি যোগ ব্যায়ামের প্রতি ঘোঁক ছিল তার ছোটবেলা থেকেই। যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষক অর্পন পোয়ারায় দায়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে, নিজেছে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার মানে উন্নীত করে তুলে অভিশাশা। সম্প্রতি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে শহরে কলিদ্র স্টেডিয়ামে গত ২৮ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ইন্ফ্রজোন অশ্মিতা যোগাসন ন্যাশনাল প্রতিযোগিতা। সেখানেই ট্রাডিশনাল যোগা অনূর্ধ্ব ১৮ মহিলা বিভাগে , ব্যক্তিগত ইন্ডেপ্টে ব্রোঞ্জ পায় এবং ট্রাডিশনাল যোগা দলগত ইন্ডেপ্ট গোল্ড মেডেল জেতে অভিশাশা। তার এই সাফল্যে উজ্জ্বলিত পরিবার শিক্ষক শিক্ষিকা সহ এলাকাবাসী।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

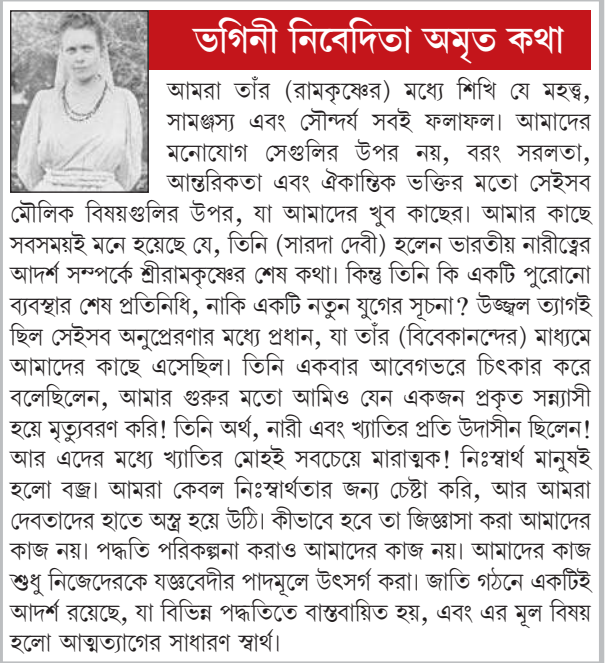
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ মাঘ, ১৪৩২

রসে-ভাটিতে নেপিয়ার গুড়

স থেকে গুড় তৈরি? তা-ও আজ থেকে কয়েকশে বছর আগে? নদীর তীরে গজিয়ে ওঠা লম্বা ধরনের এক ঘাস থেকে তৈরি হলো গুড়া। সেই গুড়ের বিক্রির জন্য বসল হাটা। সেই হাটের নামকরণ হলো। ভিড় বাড়তে লাগল খদ্দেরদের। হাটে আসতে লাগল গুড়ের মহাজনেরা। মহাজনদের বিলাসিতার জন্য তৈরি হলো ভাটিখানা। ভাটিখানার জন্য গুড়ের প্রয়োজন শুরু হলো। বিক্রি বাড়তে থাকল গুড়ের, দেশি মদের। ভাগীরথীর পূর্ব পারে তখন গজিয়ে উঠেছে আশু একটা চর। সেই চর হয়ে উঠেছে বাণিজ্যক্ষেত্র। নৌকা করে দূরপ্রান্ত থেকে লোকেরা আসতে শুরু করল সেই নামহীন জনপদের চরে। সেই চরে বিক্রি হতে

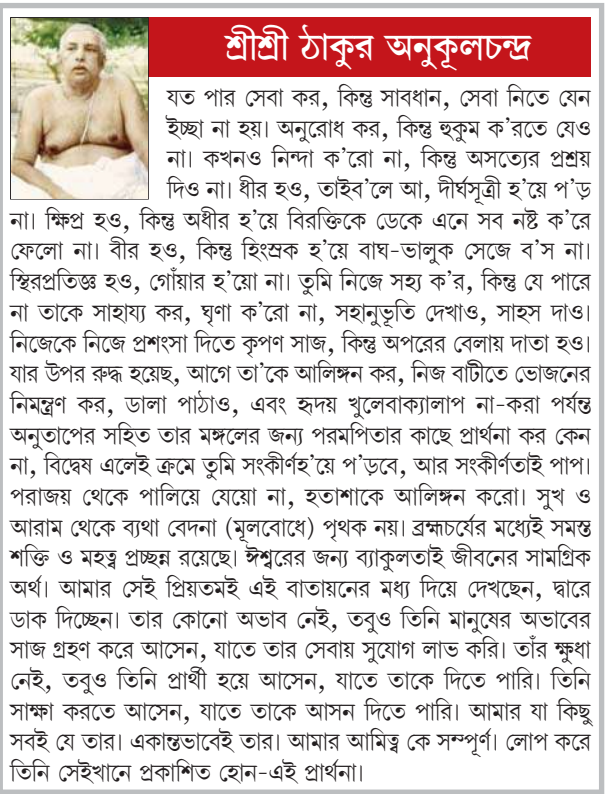
সম্পাদকীয় নেপিয়ার ঘাস থেকে

তৈরি গুড়া। সেই সময়ে এই গুড় তৈরির পদ্ধতি ছিল এক অভিনব আবিষ্কার, যে আবিষ্কার সময়ের মাজারাজালে চাপা পড়ে গিয়েছে। সময়ের ভালে হারিয়ে গিয়েছে গুড়ের হাটা। গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে পাট শিল্প। তবুও নেপিয়ার ঘাস থেকে তৈরি গুড়ের গল্প এখনও ভেসে বেড়ায় ভাগীরথীর পূর্ব পারে। নেপিয়ার ঘাস দ্রুত বর্ধনশীল এক ধরনের ঘাস, যা নদীচর, পলিমাটি ও আর্দ্র ভূখণ্ডে খুব সহজে জন্মায়। আখের মতোই এই ঘাসের কাণ্ডে শর্করায়ুক্ত রস থাকে, যদিও তার পরিমাণ ও স্বাদ আখের তুলনায় কম এবং কিছুটা তেতো। উর্নিশ শতকের গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে ভাগীরথী ও তার শাখা নদীঘেঁষা চরের এলাকায়, বারবার বন্যা, ভাঙন ও মাটির লবণাক্ততার কারণে আখ চাষ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। সেই পরিস্থিতিতে নেপিয়ার ঘাস ছিল মানুষের এক বড় ভরসা। খাদ্যসম্পদ হা দুর্ভিক্ষের সময়ে শর্করার বিকল্প উৎস হিসেবে নেপিয়ার ঘাস ব্যবহারের চিন্তাই জন্ম দিয়েছিল এক অভিনব লোকপ্রযুক্তির। নেপিয়ার ঘাস থেকে গুড় তৈরির পদ্ধতিও ছিল আখের গুড়ের মতোই, তবে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। পরিণত নেপিয়ার ঘাস কেটে, ছোট ছোট টুকরো করে, ঘানিতে পিয়ে তার রস বার করা হতো। সেই রস হেঁকে বড় কড়িহয়ে দীর্ঘ ক্ষ্ণাল দোওয়া হতো। ফুটতে ফুটতে রসের ওপর যে ময়লা বা কালাচে অংশ ভেসে উঠত, তা সরাতে ব্যবহার করা হতো চুনের জল বা কিছু বনজ উপাদান। দীর্ঘ সময় জ্বাল দেওয়ার ফলে রস ঘন হয়ে এলে তা নালিয়ে ছাঁচে ঢালা হতো। ঠান্ডা হলে সেই ঘন রস শক্ত হয়ে গুড়ের আকার নিত। স্বাদে ও



ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

আমরা তার (রামকৃষ্ণের) মধ্যে শিখি যে মহন্ত, সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্য সবই ফলাফল। আমাদের মনোযোগ সেগুলির উপর নয়, বরং সরলতা, আত্মরিক্ততা এবং ঐকান্তিক ভক্তির মতো সেইসব মৌলিক বিষয়গুলির উপর, যা আমাদের খুব কাছের। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে যে, তিনি (সারদা দেবী) হলেন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা। কিন্তু তিনি কি একটি পুরোনো ব্যবহার শেষ প্রতিনিধি, নাকি একটি নতুন যুগের সূন্য? উজ্জ্বল ত্যাগাই ছিল সেইসব অনুপ্রেরণার মধ্যে প্রধান, যা তাঁর (বিরেকানন্দের) মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছিল। তিনি একবার আবেগভরে চিৎকার করে বলেছিলেন, আমার গুরুর মতো আমিও যেন একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করি! তিনি অর্থ, নারী এবং খ্যাতি প্রতি উদাসীন ছিলেন! আর এদের মধ্যে খ্যাতির মোহই সবচেয়ে মারাত্মক। নিঃস্বার্থ মানুষই হলো ব্রহ্ম। আমরা কেবল নিঃস্বার্থতার জন্য চেষ্টা করি, আর আমরা দেবতাদের হাতে অস্ত্র হয়ে উঠি। কীভাবে হবে তা জিজ্ঞাসা করা আমাদের কাজ নয়। পদ্ধতি পরিকল্পনা করাও আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ শুধু নিজেদেরকে যজ্ঞবেদীর পাদমূলে উৎসর্গ করা। জাতি গঠনে একটিই আদর্শ রয়েছে, যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়, এবং এর মূল বিষয় হলো আত্মত্যাগের সাধারণ স্বার্থ।



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

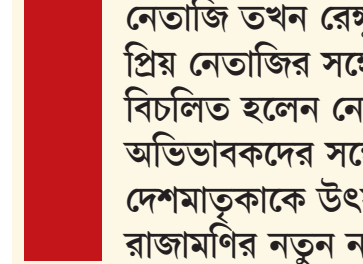
যত পার সেবা কর, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। অনুরোধ কর, কিন্তু হুকুম ক’রতে যেও না। কখনও নিন্দা ক’রো না, কিন্তু অসত্যের প্রশ্রয় দিও না। ধীর হও, তাইব’লে আঁা, দীর্ঘসূত্রী হ’য়ে প’ড় না। ক্ষিপ্ত হও, কিন্তু অধীর হ’য়ে বিরক্তিকে ডেকে এনে সব নষ্ট ক’রে ফেলো না। ধীর হও, কিন্তু হিংস্রক হ’য়ে বাখ-ভালুক সেজে বস না। স্থিরপ্রভিভ হও, গোঁয়ার হ’য়ো না। তুমি নিজে সহ্য ক’র, কিন্তু যে পারে না তাকে সাহায্য কর, ঘৃণা ক’রো না, সহানুভূতি দেখাও, সাহস দাও। নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কৃপা সাজ, কিন্তু অপরের বোলোয় দাতা হও। যার উপর রুদ্ধ হয়েছ, আগে তা’কে আলিঙ্গন কর, নিজ বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর, ডালা পাঠাও, এবং হৃদয় খুলেবাক্যলাপ না-করা পর্যন্ত অনুতাপের সহিতি তার মঙ্গলের জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর কেন না, বিষয়ে অসহিষ্ ক্রমে তুমি সংকীর্ণহ’য়ে প’ড়বে, আর সংকীর্ণতাই পাপ। পরাজয় থেকে পালিয়ে যেয়ো না, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। সুখ ও আরাম থেকে বাখা বেদনা (মূলবেশে) পৃথক নয়। ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহন্ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সামগ্রিক অর্থ। আমার সেই প্রিয়তমই এই বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখছেন, ঘরে ডাক দিচ্ছেন। তার কোনো অভাব নেই, তবুও তিনি মানুষের অভাবের সাজ গ্রহণ করে আসেন, যাতে তার সেবায় সুযোগ লাভ করি। তার ক্ষুধা নেই, তবুও তিনি প্রাণী হয়ে আসেন, যাতে তাকে দিতে পারি। তিনি সন্নৈক্য হয়ে আসেন, যাতে তাকে আসন দিতে পারি। আমার যা কিছু সবই যে তারা। একান্তভাবেই তারা। আমার আমিভ্ব কে সম্পূর্ণ। লোপ করে তিনি সেইখানে প্রকাশিত হোন-এই প্রার্থনা।

গন্ধে এই গুড় আখের গুড়ের মতো সুগন্ধী না হলেও, এটি ছিল কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য শর্করার উৎস। উত্তর ২৪ পরগনার সুখচরে প্রথম এই ঘাস থেকে গুড় তৈরি হয়েছিল। সেই চরের তীরে বসতে শুরু করেছিল গুড়ের হাটা। সেই সুখচরের দেখাদেখি বর্তমান নৈহাটির গরিফা জুটমিলের সন্নিকটে বসতে শুরু করল অস্থায়ী গুড়ের হাট। লোকে নাম দিল নতুন হাট। এই হাটে যেমন আখ, খেজুর গুড় পাওয়া যেত, তেমনই নেপিয়ার ঘাস থেকে তৈরি গুড়ও পাওয়া যেত। তখন এই চরের নাম ছিল মাঝিপাড়া। এখানে সপ্তাহে দু’দিন হাট বসলেও, এই হাটের কদর বাড়তে থাকে অন্য কারণে। এই মাঝিপাড়া ঘাটে বেশ কয়েকটি ভাটিখানা ছিল। সেই ভাটিখানায় মদ তৈরিতে গুড়ের প্রয়োজন বাড়তে থাকল। ফলে একটি ব্যবসার স্বার্থে, অন্য ব্যবসা লাভজনক হতে শুরু করল। লোকের ভিড় বাড়ল। গুড় কিনতে আসা মহাজনেরা এখানে দু’-একদিনের জন্য তাঁরু ফেলল। গুড় ও মদ, দুটোই বিক্রি হতে শুরু করল। ভাগীরথী নদী ছিল উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার প্রধান অর্থনৈতিক পথ। সুখচর ও মাঝিপাড়ার চরে উৎপাদিত আখ, খেজুর ও নেপিয়ার ঘাসের গুড় নৌকায় যেত কলকাতায়। কলকাতার বাজারে এই গুড়ের ব্যবহার শুধু মিষ্টান্নকারদের দোকানে সীমাবদ্ধ ছিল না। শহর ও শহরতলির অসংখ্য ভাটিখানা, দেশি মদ প্রস্তুতকারক এবং খাদ্য সংরক্ষণ-কেন্দ্রে গুড় ছিল অপরিহার্য কাঁচামাল। কলকাতা থেকে এই গুড় নদী ও রেলপথে ছড়িয়ে পড়ত হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে, যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মদ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা এই গণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই অভ্যস্তরীণ বাণিজ্যের পাশাপাশি নৈহারি গুড় পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধ হয়ে পড়েছিল ওপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গেও। ১৮৬৯ সালে নৈহাটি পুরসভার স্বীকৃতি পাওয়ার পর মাঝিপাড়া অঞ্চলে গুড়কে কেন্দ্র করে নতুন হাট গড়ে ওঠে, এবং ১৮৭৫-১৯০০ সাল জুড়ে এই হাট নৈহাটির আঞ্চলিক অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে ১৯০০-১৯২০ সাল জুড়ে গঙ্গা-তীরবর্তী চিনির কারখানার বিপ্লব, আবগারি নীতির পরিবর্তন ও শিল্পভিত্তিক চিনির প্রভাব বেড়ে যাওয়ার ফলে গুড়ের বাজার ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং নতুন হাট ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় নেপিয়ার নামক ঘাস থেকে গুড় তৈরির পদ্ধতি।

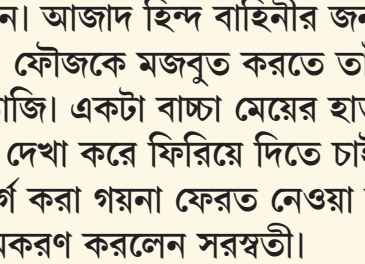
বালক বেশে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে তথ্য জোগাড় করতেন মহিলা চর সরস্বতী

এস. দাশগুপ্ত

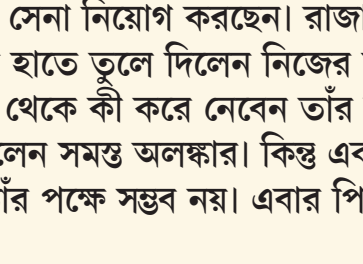
যাকে বলে সেনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো, আক্ষরিক অর্থেই তাই। বাবা ছিলেন সেনার খনির মালিক। তামিলনাড়ুর ত্রিচি শহরে ছিল বসবাস। বরাবর জাতীয়তাবাদী ধারণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থ সাহায্য করতেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ শাসকের নজরে পড়ে যান। প্রেফতারি এড়াতে এখানকার ব্যবসাপত্র গুটিয়ে পরিবার নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যান। পরবর্তীতে রেঙ্গুনেও একজন ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯২৭ সালে রেঙ্গুন শহরে জন্ম রাজমণির। পরিবার সূত্রেই পেয়েছিলেন দেশাত্মবোধ। তার যখন দশ বছর বয়স, তখন একদিন গান্ধীজি এসেছিলেন তাদের বাড়ি। পরিবারের সবাই প্রিয় নেতাকে আপ্যায়নে ব্যস্ত, আর রাজমণি তখন তার বন্দুক নিয়ে মহড়ায় ব্যস্ত। অহিংসায় বিশ্বাসী গান্ধীজি বিস্মিত হলেন। ছোট রাজমণিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন হাতে বন্দুক নিয়েছে সে! হিংসা যে ভাল নয়। কিন্তু মানাতে পারেননি। ছোট রাজমণি যে মন থেকে বিশ্বাস করে বার। তার দেশকে লুণ্ঠ করছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়। নিজের সঙ্গুল্লের কথাও জানায় গান্ধীজিহে। বড় হয়ে অন্তত একজন ব্রিটিশ অফিসারকে সে মারবেই। সেই সংকল্প নিয়েই বেড়ে উঠছিলেন রাজমণি। অবশেষে মিলল কাঙ্ক্ষিত গুরুর খোঁজ। নেতাজির নানা বক্তৃতায় দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি। ১৯৪২ সাল। নেতাজি তখন রেঙ্গুনে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য সেনা নিয়োগ করছেন। রাজমণি দেখা করলেন তার প্রিয় নেতাজির সঙ্গে। ফৌজকে মজবুত করতে তাঁর হাতে তুলে দিলেন নিজের সমস্ত সেনার গয়না। বিচলিত হলেন নেতাজি। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে কী করে নেবেন তাঁর সব গয়না? বাড়িতে এসে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন সমস্ত অলঙ্কার। কিন্তু একরোখা রাজমণি। দেশমাতৃকাকে উৎসর্গ করা গয়না ফেরত নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবার পিছু হটলেন নেতাজি। রাজমণির নতুন নামকরণ করলেন সরস্বতী। বললেন, “লক্ষ্মী ষগলা। তাই টাকা আসে টাকা যায়। কিন্তু জ্ঞানের আকার সরস্বতী ধীর স্থির। রাজমণির জ্ঞান আর চারিত্রিক দৃঢ়তায় সরস্বতীর খোঁজ পেয়েছি আমি।” আজাদ হিন্দ ফৌজের বাঁসির রানি বাহিনীতে যোগদান করলেন সরস্বতী রাজমণি। সেনাবাহিনীর



সামরিক গোয়েন্দা শাখায় কাজ শুরু করলেন। বাঁসি রানি ব্রিগেডের লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন পরে। তার সঙ্গে নেতাজির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদহিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন রাজমণির আরও চার বন্ধু। পাঁজকেই বালকবেশে ছড়িয়ে পড়লেন ব্রিটিশ ফৌজের আধিকারিকদের ঘর ও কর্মস্থলে। শুরু করলেন সরস্বতী রাজমণি। সেনাবাহিনীর



সরস্বতীকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন নেতাজি। প্রত্যেকটাই দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করে ছোট মেয়েটি। প্রায় দু-বছর চলল এমনভাবেই। একদিন তাঁর এক বন্ধু ব্রিটিশ সেনার হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করার জন্য, নর্তকীর পোশাক পরে ব্রিটিশ শিবিরে ঢোকেন রাজমণি। দায়িত্বভরত ব্রিটিশ অফিসারদের নোয়াপ্রস্থ করে মুক্ত



করেন সহযোদ্ধাকে। পালানোর সময় একজন ব্রিটিশ রক্ষী রাজমণির পায়ে গুলি চালায়, তাতেও অবশ্য রোখা যায়নি তাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে যায়। রাজমণির পরিবারও তাদের সমস্ত সম্পত্তি দেশমায়ের সেবায় দান করে দিয়ে ভারতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যেই চেন্নাই শহরে দিন কাটছিল

রাজামণির। ২০০৫ সালে সে খবর প্রকাশ্যে আসতে তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়লালিতা তাঁকে পাঁচ লাখ টাকার এককালীন অনুদান দেন এবং বিনা ভাড়ায় একটি আবাসন ফ্ল্যাটে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ২০১৮ সালের ১৩ জানুয়ারি চেন্নাই শহরে মৃত্যু হয় ভারতের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ মহিলা গুপ্তচর সরস্বতী রাজামণির।

ইরান নিয়ে নেতানিয়াহুর ফাঁদে ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

ইরানে সরকারিবিরোধী আন্দোলন-সংঘাত চলছে। নিহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। কলার অপেক্ষা রাখে না ইরানে অনেক দিন ধরেই একধরনের কণ্ঠস্বাবাদী শাসন চলে আসছিল। এই অভ্যস্তরীণ বাণিজ্যের পাশাপাশি নৈহারি গুড় পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধ হয়ে পড়েছিল ওপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গেও। ১৮৬৯ সালে নৈহাটি পুরসভার স্বীকৃতি পাওয়ার পর মাঝিপাড়া অঞ্চলে গুড়কে কেন্দ্র করে নতুন হাট গড়ে ওঠে, এবং ১৮৭৫-১৯০০ সাল জুড়ে এই হাট নৈহাটির আঞ্চলিক অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে ১৯০০-১৯২০ সাল জুড়ে গঙ্গা-তীরবর্তী চিনির কারখানার বিপ্লব, আবগারি নীতির পরিবর্তন ও শিল্পভিত্তিক চিনির প্রভাব বেড়ে যাওয়ার ফলে গুড়ের বাজার ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং নতুন হাট ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় নেপিয়ার নামক ঘাস থেকে গুড় তৈরির পদ্ধতি।

বিরক্ত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে তারা প্রত্যাশা করছে না, এমনকি খামেনি শাসনোত্তর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মদনপুষ্ট সরকারের অধীনে দেশ পরিচালিত হবে এবং ইরান এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে, এই চিন্তা থেকে বর্তমানে আন্দোলনের তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। ইরানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোতে সম্পর্ক খুব একটা সুখকর নয়। তার পরও তেহরানে হামলার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন অনেকটা সৈদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন, এমন অবস্থায় এসে সৌদি আরব, কাতার, ওমানের মতো দেশগুলো ইরানে হামলা না

সপক্ষের সরকারকে অধিষ্ঠিত করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সরকার পরিবর্তনের সময় হয়ে এসেছে। খামেনি সরকারকে উৎখাতে তিনি এক ধরনের শপথ নিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ভেনেজুয়েলার সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে নিকোলাস মাদুরোকে প্রেগুতার করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসে তিনি সব কয়েকটি অনেক সহজ মনে করছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে ভেনেজুয়েলা আর মধ্যপ্রাচ্য এক নয়। তা ছাড়া মাদুরোর বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্কোভ রয়েছে, যিনি জোর করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। ইরানের পরিস্থিতি

দেখাচ্ছেন ট্রাম্প। তিনি তো কদিন আগে বলেই ফেলেছেন যে তিনি কোনো আন্তর্জাতিক আইন মানেন না। কেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইরানে হামলা পরিচালনার মতো সিদ্ধান্তে আসা খুব সহজ হবে না, এটা বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের কিছুটা পেছনে তাকতে হবে। গত জুন মাসে যখন ইরানের নাভাঞ্জ ও ইস্পাহান পরমাণু কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বি-২ বোম্বার্ক বিমান দিয়ে হামলা পরিচালনা করেছিল। একই সময়ে ইরানও ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল। শক্তির বিচারে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ শক্তির তুলনায় ইরান দুর্বল, তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন কৌশলগত স্থাপনায় হামলা চালানোর সামর্থ্য ইরানের রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে হুমকিতে ফেলতে পারে। এরই মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ট্রাম্পকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইরানে হামলা পরিচালনার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনাগুলোতে হামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হামলা মানেই সেখানে ইসরায়েলের সম্পৃক্ততা থাকবে এবং দেশটিও ইরানের লক্ষ্যবস্তু হবে। তা ছাড়া সৌদি আরবসহ অপরপর

প্রেমের রং সবুজ-মেরুণ

ভ্যালেনটাইন ডে’র আগে প্রেমিকার মন রাখতে লক্ষাধিক টাকা খরচ করলেন প্রেমিক

প্রীতম সাধুখাঁ

ভ্যালেনটাইন ডে তে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে ভালোবাসার উপহার তুলে দেন। হুগলির এক প্রেমিক তার প্রেমিকার মন রাখতে গোটা বাড়িটাই সবুজ মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুললেন। হুগলির বৈদ্যবাটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলা বাড়ির

লাগেনি। শ্রমনা নিজেও মোহনবাগান প্রেমী। তারা দুজনে একসাথে মাঠে বসে খেলাও দেখেছেন একাধিকবার। দুজনের ভালবাসা পূর্ণতা পেতে চলেছে। খুব শীঘ্রই তারা বসতে চলেছেন বিয়ে পিড়িতে। শুভজিৎ বলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল বাড়িটা মোহনবাগানের জার্সির রঙে রং করার কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি। শ্রমনা



নতুন রং এর কাজ দেখে অনেকেই থমকে দাঁড়াচ্ছেন। এই বাড়ির রং এখন এলাকার চর্চার বিষয়। মোহনবাগানের সমর্থক শুভজিৎ ঘোষ নিজের বাড়ির রং করছেন প্রিয় দলের রঙে। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ পথে টিক উপরেই লাগানো রয়েছে সবুজ মেরুন দলের লোগো পাল তোলা নৌকা। এলাকার মানুষের

তার ইচ্ছার কথা জানায় আমাকে। আমরা দুজনেই মোহনবাগানের ভক্ত। তখনই টিক করি বাড়ির রং করব মোহনবাগানের রঙে। আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতেই এমন ইচ্ছা ছিল দুজনেরই। মূলত তার ইচ্ছাকে মান্যতা দিতেই এই রং করা হয়েছে। বাড়ির আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা অনেকেই তপকিয়ে



কাছে এই বাড়ি এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে মোহনবাগান বাড়ি নামেও। এই পরিবারের প্রত্যেকেই মোহনবাগানের সমর্থক। শুভজিৎ এর বাবা সূরত ঘোষ তিনিও মোহনবাগানের সমর্থক। পাশের তিনি সরকারি কর্মচারী। তার একমাত্র সন্তান শুভজিৎ। ২০০৬ সাল থেকে বাবার সাথে মোহনবাগানের খেলা দেখেন। তখন থেকেই সেই দলের প্রতি টান শুভজিৎ এরা। শুভজিতের পাশের পাড়াতেই বাড়ি শ্রমনা নন্দীর। পড়াশোনা সূত্রে বৈদ্যবাটি হাতিশালা ঘাট এর শ্রমনার সঙ্গে পরিচয়। আলাপ থেকে প্রেম বেশি সময়

দেখছে। এখন আমাদের বাড়ির নাম হয়ে গেছে, মোহনবাগান বাড়ি। অনেকে আবার চিনতে না পারলে মোহনবাগান বাড়ি বললেই চিনিয়ে দিচ্ছে।” শুভজিতের বাবা সূরত ঘোষ বলেন, “আমার পরিবারের সকলেই মোহনবাগানের সন্ন্যাস। বাড়ির মহিলারা অধিকাংশ সময় সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু ফুটবলের সময় আমরা সবাই ফুটবল দেখি। তবে মোহনবাগানের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। মোহনবাগান জিতলে আমরা আনন্দিত হই। তবে আমার বাড়িতে যে আসছে অর্থাৎ আমার হবু বৌমা তিনিও মোহনবাগানের ভক্ত।”

আগুনে ভস্মীভূত বইপত্র, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : বাঁকুড়ার ওন্দা রক্কের হরিহরপুর গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগে মঙ্গলবার। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ওই বাড়ির বাসিন্দা এক ছাত্র তথা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বই, খাতা। সেই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল স্থানীয় প্রশাসন। মঙ্গলবার মাধ্যমিকের পরীক্ষা থাকায় স্থানীয় কালিসেনা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অর্পণ ধীবর। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরেই সে দেখে তাদের একমাত্র মাথাগোঁজার ঠাইটুকু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণিৎ ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেয় ওন্দা থানার পুলিশ। পরিবারটির হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়।

হলদি নদীতে উল্টে গেল নৌকা, উদ্ধার সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরের নরঘাটের কাছে হলদি নদীতে জোয়ারের স্রোতে উল্টে গেল নৌকা। আর নৌকায় থাকা চারজন হলদি নদীতে ডুবে যায়। চারজনের মধ্যে এক কিশোরও ছিল। বুধবার দুপুর নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে চণ্ডীপুরের নরঘাটের কাছে মাতঙ্গিনী সেতুর কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে চণ্ডীপুর ও নন্দকুমার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে পৌঁছে যান চণ্ডীপুর রক্কের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকা পুলিশের উল্লোগে নদীতে ডেঙ্গে যাওয়া ওই চারজনকে উদ্ধার করা হয়। তবে জোয়ারের স্রোতে নৌকাটি ডেঙ্গে গিয়েছে। সেটি উল্টে ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া চারজনকে চণ্ডীপুরের এডাশাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা, যুবকের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : এক নাবালিকাকে লাগাতার যৌন হেনস্থা এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে কেশিয়ার থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। নির্ধাতিতা দীর্ঘ সময় ভয়ে চুপ থাকলেও অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে বিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার রাতে কেশিয়ারা থানার পুলিশ ভীমমোলা এলাকা থেকে বেগাশু যোে নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। নির্ধাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে অভিযুক্তকে খড়গপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দন্ডন করা হচ্ছে। নির্ধাতিতার বয়ান ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাবালিকা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হুমায়ুন কবীরের উপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় বুধবার দুপুরে হুমায়ুন কবীরের উপর হামলার অভিযোগ ধিরে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে, ব্যক্তিগত কাজে তিনি খিদিরপুরে গেলে সাময়িকি কিছু ব্যক্তি তাঁর গাড়ির সামনে এসে বাধা দেয় এবং স্লোগান দিতে শুরু করে। অভিযোগ, কয়েকজনের হাতে বই সিংসও দেখা যায়, যারা ফলো পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে খিদিরপুরের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ড বলে জানা গেছে। হুমায়ুন কবীর অনুষ্ঠানদের দাবি, স্থানীয় কিছু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। নিষেধ করে এক যুবকেরা বলেছে তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগে অস্বীকার করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের একাধিক নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।যখনরা জেলে এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূয়ো ভোটার আর রোহিঙ্গা ভোটার দিয়ে তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চাইছেন .. নিশীথ প্রামাণিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৪ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে এস আই আর প্রসঙ্গে রীতিমতো রণ চণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছে শাসক দল। বুধবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। আর সেই প্রসঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন – কেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে যাবেন এসআইআর বিরুদ্ধে কথা বলতে। কি স্বার্থ রয়েছে ওনার। ভূয়ো ভোটার এবং রোহিঙ্গা ভোটারের যদি নাম বাদ যায় অসুবিধা কোথায়। তিনি বলেন আসলে তৃণমূল কংগ্রেস বিগত দুটি নির্বাচন জয়লাভ করেছে এই ভুও ভোটার দিয়ে। তিনি অভিযোগ করে বলেন

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিনামূল্যে টোটো পরিষেবা চালু বিধায়কের

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বর্ধমান শহরে বিনামূল্যে টোটো (ই-রিকশা) পরিষেবা চালু করলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক থেকন দাস। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের মধ্যে



স্বস্তির হাওয়া বইছে। জানা গেছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকা ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা এই পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে। পরীক্ষার দিন শেষ মুহূর্তের দুশ্শিন্তা ও যাতায়াত খরচ কমায় এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের কাছে বড় সহায়ক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা বিধায়কের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নেয়। পরীক্ষার্থীরাও জানিয়েছে, বিনামূল্যে টোটো পরিষেবার ফলে তারা সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারছে এবং মানসিক চাপ অনেকটাই কমেছে। রাজ্য যখন ধীরে ধীরে পর্বতার্তি বিধানসভা নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে, তখন এই ধরনের স্থানীয় স্তরের জনসেবামূলক উদ্যোগকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, আশুগের নৈনদিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এমন উদ্যোগ জনমত ও মান্য গড়ে তুলতে সহায়ক হয় এবং শাসক দলের সঙ্গে ভোটারদের সংযোগ আরও দৃঢ় করতে পারে।

ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনে আধুনিক ভেন্টিলেশন ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাজ শুরু

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের স্টেশনগুলিতে টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম এবং এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম-এর আধুনিকীকরণ কাজ আজ থেকে শুরু হল। নোয়াপাড়া কারশেডে আলোজিত এক অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী সূত্রাংশু এস. মিশ্র, মেন্ট্রো রেলের উচ্চতন আধিকারিকরা এবং এমআরডব্লিউডব্লিউও -এর সভাপতি ও সদস্যদের উপস্থিতিতে এই কাজের সূচনা হয়। প্রায় ৫৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি আগামী চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। কাজ শেষ হলে ব্লু লাইনের যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তায় এক নতুন মাত্রা যোগ হবে। এই আধুনিক ও শক্তি-সামগ্রী ব্যবস্থার আওতায় ব্লু লাইনের ১৫টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনের কুলিং সিস্টেম আপগ্রেড করা হবে। এই প্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রচলিত ওয়াটার-কুলড চিলার ব্যবস্থার পরিবর্তে এয়ার-কুলড চিলার স্থাপন। এর ফলে মেট্রো স্টেশনগুলির বাইরে থাকা পরিচিত কুলিং টাওয়ারের চিহ্ন বদলে যায়। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে বছরে প্রায় ১৮ কোটি লিটার ভূগর্ভস্থ জল শাস্রয় করা সম্ভব হবে। বর্তমানে স্টেশনগুলিকে শীতল রাখতে এই বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়। এয়ার-কুলড চিলার চালু হলে জল সরবরাহ হবে এবং পরিবেশ ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর রক্ষায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এর পাশাপাশি, ৪১ বছর পুরনো টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেমও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। আগে নন-এস রেক চলাচলের কারণে টানেল ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে তা রেকই এসি হওয়ায় আধুনিক ধোঁয়া নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অত্যাধুনিক ঔশুঙ্ক চালুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুরনো সিস্টেমে ব্যবহৃত ১১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যানের পরিবর্তে এখন উচ্ক্ষমতার অ্যাক্সিডাল ফ্যান বসানো হবে, যা ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও দু’ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। এই ফ্যানগুলি আগুন, ধোঁয়া, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। জাপানি একটি সংস্থার ভারতীয় শাখা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যারা ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুর মেট্রোর শতাধিক ভূগর্ভস্থ স্টেশনে এমন ব্যবস্থা চালু করেছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে বছরে প্রায় ২১ কোটি টাকা বিদ্যুৎ খরচ শাস্রয় হবে এবং কার্বন নিঃসরণ প্রায় ২৩ হাজার মেট্রিক টন কমেবে, যা কলকাতা মেট্রোকে আরও নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করে তুলবে।

অটোতে করে গাঁজা পাচার, ঝাড়গ্রামে ৬৫ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি : রাতের অন্ধকারে অটোযোগে গাঁজা পাচারের সময় হাতেনাতে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নয়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৬৫ কেজি গাঁজা। বুধবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম বিদ্যাচল সাহানি ও পরেশ চন্দ্র ভয়। দু’জনেই ওড়িশা রাজ্যের বোথ এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাসের নেতৃত্বে ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকায় নাকা চেমিৎ শুরু করে নিয়ন্ত্রণে থানার পুলিশ। নাকা চেমিৎ চালানোর রাত প্রায় ১০ টা নাগাদ নয়গ্রাম থানার ডাহি এলাকায় খড়গপুরগামী একটি অটো আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে অটোর ভিতর থেকে প্রায় ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর অটোটি বাজেয়াপ্ত করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে তদন্তের পরেও এসডিপিও শামীম বিশ্বাস জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার ও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

থাকবেন না। উত্তরপ্রদেশে আমাদের সরকার রয়েছে সেখানে এসআই



আর এ প্রচুর নাম বাদ গেছে মুখ্যমন্ত্রী তো যাননি আদালতে।

তিনি যতই চেষ্টা করুক সাধারণ মানুষের ভোট এবার বিজেপির সাথে আছে তাই সামনের নির্বাচনে দিদিমনির বিদায় আসন্ন। আইএসএফ মিম এবং হুমায়ুন কবিরের দল একসাথে আগামী নির্বাচনে লড়াই করবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন – আসলে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের বি টিমা। যা লাভ হবার তৃণমূলের হবে। এর সাথে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতেই ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি শুধু সময়ের অপেক্ষা। অনেকদিন পর রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি এই প্রসঙ্গের উত্তরে বলেন –

সবকিছুর সময় থাকে। ক্রিকেট খেলায় যেমন প্রথম কিছু ওভারে

স্লগ ওভার হয় তেমনি মিডিল ও তালো থাকে। কখনো সোজা বাটে খেলতে হয় কখনো বা চার ছয় মারতে হয় সবকিছুই সময়ের উপরা। গত লোকসভা ভোটে তার পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন – হার অথবা জিত কোন ব্যাপার নয় তিনি আগেও যা ছিলেন এখনও তাই আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের পরাজয়ের পর থেকেই একপ্রকার নিশীথ প্রামানিকের মূল রাজনীতিতে উপস্থিতি বেশ খানিকটা কম ছিল জানিয়ে রীতিমতো চর্চা হয়েছিল। বিজেপির রাজ্য কমিটিতে সহ-সভাপতি হবার পর থেকে আবার যেন স্বমোহিমায় ফিরতে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে।

আধুনিক শনাক্তকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে রেল সুরক্ষা ও দক্ষতার শক্তিশালীকরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা শুরু করার মাধ্যমে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে ট্রেনের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। রোলিং স্টক, সেকটি জোরদার করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে কৌশলগত স্থানে মোট ৩০টি হট বক্স ডিটেক্টর সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এই ডিটেক্টরগুলো চলন্ত ট্রেনের অ্যাক্সেল বক্স বের্যরিংয়ের তাপমাত্রা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে এবং অতিরিক্ত গরম হওয়ার পরিস্থিতি, যা সাধারণত ‘হট বক্স’ নামে পরিচিত, তা আগেত্যাগেই শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর ফলে সম্ভাব্য লাইনচ্যুতি এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা হয়।

ট্রেনগুলো পরীক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশের আগেই গুরুত্বপূর্ণ ডেটা রেকর্ড করে, এটিইএস রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের সময়মতো মেরামত ও ক্রটি সংশোধনের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে, যা পরিদর্শনের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং আরও সুগম ও নির্ভরযোগ্য মালবাহী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েই ব্রিজগুলির পরীক্ষা এবং ক্যালিব্রেশনের জন্য র‌‌‌ডিয়া ডিভিশনে টেস্ট ওয়েস্টের সাথে

পানাগড়ে নির্বিচারে পুকুর ভরাট করে প্রোমোটরি, সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : একদিকে জলসংকট রোধে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাজ বার্ভা এবং ‘জল ধারা’ জল প্রকল্পের মতো উদ্যোগ, অন্যদিকে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিচারে পুকুর ও জলাজমি ভরাট-এই বৈপরীত্যকে সামনে রেখে পানাগড়ে পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে। পানাগড় বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একাধিক জলাজমি ভরাট করে প্রোমোটরি চালানোর অভিযোগে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রীতি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। ভৌগোলিক মানচিত্র অনুযায়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-২ ব্লকের কোটা-চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বরলা মৌজায় অবস্থিত পানাগড় বাজার সংলগ্ন পানো জিটি রোড লাগোয়া প্রায় ৭-৮ বিঘার একটি বড় পুকুরে কয়েকদিন ধরেই ছাঁই ফেলে ভরাটের কাজ চলছে বলে অভিযোগ। পাশেই রয়েছে আরও একটি বিশাল জলাশয়। স্থানীয়দের দাবি, সন্ধ্যা ও ভোরের দিকে ভাঙ্গ্পার ও জেসবি ব্যবহার করে অত্যন্ত গোপনে এই ভরাটের কাজ চালানো হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, পুকুর ভরাট করতে হলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর এবং মস্যা দফতরের অনুমতি বাধ্যতামূলক। একইসঙ্গে সর্বপরিমাণ জলাশয় ওই মৌজার মধ্যেই খনন করার বিধান রয়েছে। ১৯৫৫ সালের রাজ্য ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী, পুকুর ভরাট করা ৪(সি) ও ৪(ডি) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ যেখানে তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা-বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়াও ‘ইনল্যান্ড ফিশারিজ অক্ট’ অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া জলাশয় ভরাট আইনত দণ্ডনীয়। তবুও অভিযোগ, প্রশাসনের নাকেরে ডগায় অব্যবে চলছে এই

ভরাট ও নির্মাণ কাজ। বিজেপির বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতির রমন শর্মা অভিযোগ করে বলেন, তিন বছর আগে একবার এই পুকুর ভরাটের চেষ্টা হয়েছিল। তখন অভিযোগ জানালে প্রশাসনের চাপে ভরাট বন্ধ হয় এবং মাটি ও ছাঁই মারতে ব্যাধ্য হয় পুকুর মালিক। এখন আবার একই কাজ শুরু হয়েছে। শাসকদের মদতেই এই বেআইনি প্রোমোটরি চলছে। এর মাস্তুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে- ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে, ভবিষ্যতে তীব্র জলসংকট দেখা দেবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ধনাকে এলাকার নিকাশি জন্য এই পুকুরগুলিতেই জমা হয় এবং জলাশয় থাকার ফলে নলকূপের জলস্তরও স্বাভাবিক থাকে। পুকুর ভরাট হলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর আরও নীচে নেমে যাবে এবং গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের চরম সংকট তৈরি হবে। এই অবিলম্বে বেআইনি পুকুর ভরাট বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও পুকুর মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আলাউদ্দিন মণ্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পুকুর বা জলাশয় ভরাট কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের সরকার জল সংরক্ষণের জন্য ‘জল ধারা’ জল ভরে’ প্রকল্প চালু করেছে। পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক পুকুর খননের কাজ চলছে, এমনকি পানাগড় শিল্পত্যাগেরও বিভিন্ন কারখানার সিএসআর প্রকল্পেও পুকুর খনন হচ্ছে। অন্যদিকে, আউশগ্রাম-২ ব্লকের বিভিন্ন চিমায় সান জানান, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে লিখিত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বালা-বিবাহ মুক্ত ভারত নিয়ে তথ্য পেশ রাজসভায়

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : ভারতকে বালা-বিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর ‘বালা-বিবাহ মুক্ত ভারত’ শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের সূচনা করেন। এর আওতায় বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে ‘সামগ্রিক সরকার’ ও ‘সামগ্রিক সমাজ’ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুস্বাক্ষ ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা অর্জন ও উদ্যোগ গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হল, বালা-বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা, এঁে সংক্রান্ত উদ্যোগে অসহযোগ, পরিবার ও সম্প্রদায়গুলির যোগদান বাড়ানো, বালা-বিবাহ প্রতিরোধে আধিকারিকদের ভূমিকা ও সম্মতি বৃদ্ধি, বালা-বিবাহের ঘটনা দ্রুত জনসমক্ষে আনা। উৎসাহ দেওয়া এবং যয়ঃ সন্ধিক্ষণের স্কুলছুটি কিশোরীদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা। এই প্রচারাভিযানের সাক্ষ্য উদ্ব্যাপন এবং এই প্রয়াসকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ১০০ দিনের এক বিশেষ প্রচারাভিযানের সূচনা হয়েছে। এর আওতায় নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়ের মেধা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি, বাল বিবাহ মুক্ত ভারত পোটালে বালা-বিবাহ প্রতিরোধে আধিকারিকদের তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই প্রচারাভিযানের দুটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে ২৭ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত বিতর্ক, বচনা প্রতিযোগিতা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মন্দির, মসজিদ, কৈটারার, টেট হাউস, ডিজে সহ বিভিন্ন বিবাহ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বালা-বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিকে তাদের শাসনামলি এলাকা বালা-বিবাহ মুক্ত করে তোলায় অঙ্গীকার গ্রহণ করতে বলা হয়। বালা-বিবাহ রোধের লক্ষ্যে ‘বালা-বিবাহ মুক্ত ভারত’ শীর্ষক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে বালা-বিবাহের ঘটনার উল্লেখ, এ সংক্রান্ত তথ্য এবং শপথ নথিভদ করার ব্যবস্থা রয়েছে। নাগরিক, প্রতিষ্ঠান এবং জনঅভিনিধিরা এই পোর্টাল অথবা MyGov পোর্টালে বালা-বিবাহ মুক্ত ভারত গডার অঙ্গীকার নিতে পারেন। এ পর্যন্ত এই সচেতনতা কর্মসূচি ৬ কোটিরও বেশি নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। পোর্টালে নথিভদ হয়েছে ২৮ লক্ষেরও বেশি অভিযোগ। প্রচারাভিযানে শিশু-বিবাহ প্রতিরোধে আইন, ২০০৬ আরও কাড়াবে কার্কর করার লক্ষ্যে বালা-বিবাহ প্রতিরোধে আধিকারিক, পুলিশ অধিকারিক, শিশু সুরক্ষা কমিটি, আশা কর্মী প্রমুখদের সম্মেলন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ‘বালা-বিবাহ মুক্ত ভারত’ পোর্টালে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬০,৭০০-এরও বেশি বালা-বিবাহ প্রতিরোধে আধিকারিকের নাম ও যোগাযোগের তথ্য দেওয়া রয়েছে যাতে নাগরিকরা অতি দ্রুত ও সহজে বালা-বিবাহ প্রতিরোধে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। ‘মিশন শক্তি’র আওতায় কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুসুরক্ষা মন্ত্রক ‘বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ অভিযান চালিয়ে এখানেও লিপ্সম্যা ও বালা-বিবাহ প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন এবং জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এই প্রচারে সামিল হয়েছে। ১৫১০০ হেজলাইনে বিনামূল্যে এ সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।

বাজেটে কি মিলবে ‘সুরাহা’ ? আশায় আন্দোলনরত আশা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে কি মিলবে ‘সুরাহা’ ? আশায় আন্দোলনরত আশা কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হাওড়া ময়দানে প্রতিবাদ মিছিল। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ, তারই মুখোপেক্ষী আন্দোলনরত আশা কর্মীরাও আশা কর্মীদের দাবি, ১) ন্যূনতম মজুরি ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। ২) পাওনা টাকা বিভিন্ন কিস্তিতে

না দিয়ে একসঙ্গে দিতে হবে। ৩) চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। ৪) কর্মরত অবস্থায় তাঁদের কেউ মারা গেলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ৫) মোবাইল প্যাকেজ দিতে হবে। ৬) ছুটি এবং ৭) মোটরসিটি লিভ

দিতে হবে। ৮) বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে। মোট আট দফা দাবির সমাধান না হওয়ায় বুধবার ফের আশা কর্মীরা হাওড়া ময়াদানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সুরাহা পেতে তাঁরা বৃহস্পতিবারের রাজ্য বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বলে এদিন জানিয়েছেন। তাঁদের আরও দাবি, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনতেই এদিন তাঁরা হাওড়া ময়দান চত্বরে মিছিল করেছেন। উল্লেখ্য, মাসিক বেতন বৃদ্ধি সহ আট দফা দাবির সমর্থনে আশা কর্মীরা গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। কিছুদিন আগে তাঁরা কলকাতার রাজপথে এই ৮ দফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেন। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বেতন বৃদ্ধি অথবা অবসরকালীন পাঁচ লক্ষ টাকা সুবিধার দাবি মান্যতা পাযনি। এরই প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে হাওড়া ময়দান চত্বরে আশা কর্মীরা মিছিল করেন এবং বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা দাবি তোলেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকার তাঁদের মাসে ১৫,০০০ টাকা বেতন এবং অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে ৫ লক্ষ টাকার দাবি মেনে নিক।

পড়ুাদের বইয়ের জগতে ফেরাতে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ‘ভ্রাম্যমান পাঠাগার’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল, গেমিং অ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় ডুবে ধীরে ধীরে বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে শিশু-কিশোররা। পড়াশোনা ও বই পড়ার অভাবে ভাটা পড়ার এই প্রবণতা থেকে পড়ুাদের ফেরাতে অভিনব উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। বুধবার বেলপাহাড়ি থানার বাঁশপাহাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে আত্মীয়িকভাবে চালা হল ‘ভ্রাম্যমান পাঠাগার’। এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিলা। উপস্থিতি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারওয়ার, বেলপাহাড়ি এসডিপিও শ্রেয়া সরকার, বেলপাহাড়ি থানার আইসি সর্গু মুখোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি গবেষক মধুপ দে, শিক্ষারত্ন শিক্ষক সূরত মহাপাত্র-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাঁশপাহাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির অধীন বাঁশপাহাড়ি, কাঁক ডাঝোড়, আল্লাশোল, ভুলাভেনা, তামাভুড়-সহ একাধিক প্রান্তত গ্রামে সপ্তাহে দু-দিন ঘুরবে এই ভ্রাম্যমান পাঠাগার। আপাতত ভাড়ায় নেওয়া একটি টোটোতে করে বই পৌঁছে দেওয়া হবে স্কুল চত্বর,

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টোভার **বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএলএন-জি-শিয়ারি-১৮-১৯২-২৬ তারিখঃ ০২.০২.২০২৬।** ডে. চিফ মেনেজিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, সি,পূর্ব রেলওয়ে, কার্চাপাড়া ওয়ারহাউস, নর্থ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭৪০১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টোভার আবান করা হচ্ছে। **স্থানসহ কাজের নাম** কাজে গুরুত্বপূর্ণ/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা রেলওয়ে নং. ১৮-১৫ ০১ টি ডাবল ক্রাম গিরাটিন শিয়ারিং মেশিন (এস. নং ১৬০০১, বিডাচ নং. ১৮/১৯২, মেসার্স বেকাল, টার্কি) এর ০২ বছরের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে বহিরাগত সংস্থার দ্বারা সম্পূর্ণ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ স্কিম (সিএমএলএন) প্রকল্পের **আনুমানিক মূল্য** ₹ ৫৮,৭৬,৮৯৮.৮৪, ১৮% জিএসটিসহ; **টেন্ডার খানির মূল্য (টিউসি)** : শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে থেকে টেন্ডারের নথি পাওয়া যাবে** **ওয়েবসাইট** **রেসপন্সিভ** **ই-প্রকিউরমেন্ট ওয়েবসাইট** **www.rps.gov.in**। **এ।** **বিড** **কিউজিওটি/এএজি(বারান অর্থ জমা)** **জমা দিতে** **হবে** **₹ ১৭,০০০.০০।** **কার্যের সমাপ্তির** **ময়াদ** **২৪** **মাস** **(০২ বছর)।** **বিডির** **গুরুতর** **তারিখ** **২০.০২.২০২৬।** **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়** **২৩.০২.২০২৬ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। অফারের শেষতা** **২৯** **দি।** **টেন্ডারের স্বাক্ষ এবং টেন্ডার সিউজিওটি (ইএমটি), প্রয়োজনীয় নথিপত্র (যদি থাকে)** **জমা দেওয়ার** **ময়াদ** **আবারও টেন্ডারের নথি সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চাওয়ার** **অধিকার** **৩** **ওধুম্বার** **ই-টোভার** **সিস্টেমের মাধ্যমে** **টেন্ডার জমা** **করা যাবে।** **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** **৫ টেন্ডার খোলা হবে ২০.০২.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায় বা তারপর থেকে।** **MISC-386/2025-26** **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট** **www.eindianrailways.gov.in**। **www.irps.gov.in**-এও গণ্য্য যাবে।

ই-টোভার **বিজ্ঞপ্তি নং. সিআরজি/এমএজি/২০ তারিখঃ ২০.০২.২০২৬।** **তারিখ** **২০.০২.২০২৬।** **নিম্নবাক্যের** **আদান কর্তৃক নিম্নলিখিত** **কাজের জন্য** **ই-টোভার** **আবান করা** **হবে** **টেন্ডার নং** **ই** **এলএডি-এমএডি-এমএআর-এলএডি/২০২৫ই-এমওডি-৪০১/কাজের নাম** **এলএডি/ডিভিশনের** **অধীন** **সূচক** **টিউপ** **হি-লারা** **সিস্টেম** **এবং** **বি.-এ** **এর** **গডার** **স্থাপনের** **ময়াদ** **সম্পন্নতা** **২৫** **মে** **২০২৬** **তারিখ** **২০.০৮.২০২৬।** **টাকা** **১৮৯৮** **মূল্য** **₹ ৪১,২০০/-** **টাকা** **টেন্ডার** **নথি** **হওয়ার তারিখ ও সময়** **২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়** **(উপরোক্ত ই-টোভারের সম্পর্কিত তথ্য** **সে** **টেন্ডার** **পাওয়া যাবে** **২০.০২.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায় বা তারপর থেকে।** **MISC-386/2025-26** **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট** **www.eindianrailways.gov.in**। **www.irps.gov.in**-এও গণ্য্য যাবে।

দিঘা জগন্নাথধাম-নবদ্বীপধাম সরাসরি বাস পরিষেবা শুরু, মাত্র ২৫০ টাকায় সহজ তীর্থযাত্রা, উপকৃত দেশ-বিদেশের ভক্তরা

তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের জন্য বড় সুখবর। এবার দিঘার জগন্নাথধাম থেকে নবদ্বীপধাম-দুই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠল। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই চালু হয়েছে দিঘা-নবদ্বীপধাম সরাসরি সরকারি বাস পরিষেবা। মাত্র ২৫০ টাকার টিকিটেই এবার একই বাসে নবদ্বীপধাম থেকে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিঘার জগন্নাথধামে, কিংবা দিঘা থেকে নবদ্বীপধামে।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ থেকে দিঘা জগন্নাথধাম যাওয়ার জন্য দু’টি সরকারি বাস চালু করা হয়েছে। গত রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার সূচনা হয়। সোমবার থেকেই সেই বাসে যাত্রীদের উল্লেখযোগ্য ভিড লক্ষ্য করা যায়, যা প্রমাণ করে যে এই পরিষেবার চাহিদা কতটা বেশি। বাস চলাচলের সময়সূচি- পরিবহণ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দিঘা থেকে নবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে প্রতিদিন সকাল ৮টা নাগাদ, নবদ্বীপধাম থেকে দিঘার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে সকাল ৫টায়। এই সময়সূচি তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে একদিনের মধ্যেই দর্শন সম্পন্ন করা যায়। অথবা আরামদায়ক যাত্রার পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। লাইন বুকিং সুবিধা-যাত্রীদের সুবিধার্থে এই বাস পরিষেবার টিকিট আপ্যের মাধ্যমে অনলাইনে বুকিংয়ের ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো বা শেষ মুহূর্তে টিকিট না পাওয়ার দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমবে বলে মনে

করছেন যাত্রীরা। জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকেই পরিবহণে জোয়ার-গত বহর দিঘা জগন্নাথধামের উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটন ও পরিবহণে এক নতুন জোয়ার



এসেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ দিঘায় জগন্নাথধাম দর্শনে আসছেন। এই ক্রমবর্ধমান ভিড়ের কথা মাথায় রেখে আগেই দিঘাগামী বাসের সংখ্যা বাড়িয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। শু শু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গ থেকেও সরাসরি দিঘা পর্যন্ত বাস পরিষেবা আগেই চালু করা হয়েছে, যা পর্যটকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দুই তীর্থক্ষেত্রের সরাসরি সংযোগ-এবার পরিবহণ দপ্তরের নতুন উদ্যোগে যুক্ত হল বাংলার দুই গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র-নবদ্বীপধাম ও দিঘা জগন্নাথধাম। নবদ্বীপধাম, যা বৈষ্ণব

ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এক পবিত্র স্থান, এবং দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথধাম-এই দুই তীর্পকে সরাসরি যুক্ত করার ফলে ধর্মপ্রাণ মানুষের যাত্রা আরও সহজ ও সময়সাপ্রদী হল। বিদেশি

বুদ্ধিতে নতুন দিশা-পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে ধর্মীয় পর্যটনের পাশাপাশি সাধারণ পর্যটনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। কম খরচে, নিরাপদ ও

ভাতশালা গ্রামে মতিলাল রায়ের জন্মবার্ষিকী পালন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ৪পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহানগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে যাত্রার জনক মতিলাল রায়ের ১৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণীয়অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এদিন সকাল থেকেই গ্রামে উসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তনিন চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন র‌‌ষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক উষ্টর দেবাশীষ নাগ, জাহানগর



পঞ্চায়েতের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।অনুষ্ঠানের শুরুতেই যাত্রার জনক মতিলাল রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও যাত্রাশিল্পে তাঁর অনবদ্য

অবদানের কথা স্মরণ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা মতিলাল রায়ের সংগ্রামী জীবন, সাংস্কৃতিক চেতনায় তাঁর অবদান এবং বাংলা যাত্রাশিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।বক্তারা আরও বলেন, মতিলাল রায়ের আদর্শ ও কর্ম আজও শিল্পী সমাজ ও নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন ও কাজকে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

CHANGE OF NAME
I, AAJU SEKH (old name) S/O - ABDUL RAHIM residing at UDAY-CHANDPUR PO -JIBANTI PS - BERHAMPORE DIST-MURSHID-ABAD PIN -742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AAJU SEKH (old name) to AAJU SK (new name) and henceforth, I shall be Known as AAJU SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 class judicial Magistrate at Kandi court dated on 28/01/2026. AAJU SK (new name) & AAJU SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ABDUL REJJAK SK & ABDUL REZZAK SK (old name) S/O - ABDUL BARI residing at POLYAPARA PO - DURGAPUR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742187. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABDUL REJJAK SK & ABDUL REZZAK SK (old name) to ABDU RAZZAK SEIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as ABDU RAZZAK SEIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 04/02/2026. ABDU RAZZAK SEIKH (new name) & ABDUL REJJAK SK & ABDUL REZZAK SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MATIUL HAQUE (Old name) S/ Late SAHRAB SK residing VILL NAGHARIA PO - KOKLAMAR PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732208, (WB), do hereby declare that I have changed by name from MATIUL HAQUE (old Name) to MATIUL HOQUE (New name) and hence forth I shall be known as MATIUL HOQUE (New name), in all purpose, vide an affidavit Sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 04-02-2626. MATIUL HOQUE (New name) MATIUL HAQUE (old name) both Name are same and one identical fersen.

CHANGE OF NAME
I, Mohammed Sonaruddin Shaikh, S/o- Amir Ali Shaikh, resident of Vill. Chapra Sribaspally, Po-Bangalghi, Ps- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741123 do hereby declare that I have changed my name from Mohammed Sonaruddin Shaikh to Sonaruddin Shaikh in all purpose, vide affidavit No. 30 sworn in the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 19.01.2026. Sonarud-din Shaikh and Mohammed Sonaruddin Shaikh both are same and identical.

CHANGE OF NAME
I RUPIKA CHOWDHURY W/O ABHI-JIT CHOWDHURY residing at Srijoni Complex Block-C, Flat-B2, 22 N.S. Road, Near Harahar Mandir, Harinavi Rajpur, Sonarpur, Dist-South 24 Parganas-700148, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RUPIKA SHARMA as declared before the Notary Public at CJM Court Kolkata vide affidavit dated 28/01/2026. RUPIKA CHOWD-HURY and RUPIKA SHARMA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, MOHAMMED OMAR, son of Chand Mohammed, residing at 2/B, Karim Bux Row, Post Office – Cossipore, Police Station – Chitpur, Kolkata – 700002, hereby declares that MO-HAMMED OMAR and MOHAMMED UMAR are both same and one identical person vide Affidavit No:157 Dated: 3/02/2026 sworn before the Learned Judicial Magistrate at Kolkata and shall be known as MOHAMMED OMAR for all the future purposes.

নাম পরিবর্তন

আমি Sri Sailendra Ghosh So Balai Ghosh চিকানা vill.P.O.-Rudrapur,P.S.-Domjur,Dist-Howrah,WB. That my son Soumitra Ghosh his passport No.N5805022 father name wrongly recorded as Sailendra Nath Ghosh in- stead of Sailendra Ghosh vide an af-fidavit before the Ld.Executive magistrate 1st class at Howrah.Date 02/02/2026 That Sailendra Ghosh and Sailendra Nath Ghosh both are এক ও অভিন্ন ব্যক্তি.
--

নাম পরিবর্তন
আমি Shipli middya WO Sirajul Middyd DO Jamal Mondal চিকনা Vill-Kansra Dakshin Para, P.O-Anulia P.S. Amta,Dist-Howrah-711401 বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল SHILPI MONDAL. RTO Howrah কর্তৃক প্রদত্ত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Shipli Mondal নাম থাকায় ২১০১২০২৬ ফাস্ট ক্লাস এন্ট্রিকিউটিড মার্জিনেস্টেট হাওড়া কোর্টে এক্সিডেণ্ট করেছি,Shipli Middyya এবং Shipli Mon-dal WO Sirajul Middyya এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি SUKZAN GAZI পিল- SAHIDUL GAZIজন্ম তারিখ-২৪.১১.২০০০ Village MOLLARHAT B.T.RD . P.O. PANI-HATI, P.S. KHARDAHA DIST. NORTH 24 PGS আমার আগের নম্বর ৪৯৮৪ ৬২৬৭ ৯৯৮৮ আমার পিতার আগের নম্বর ৪০৫৫ ৬৯১৭ ৬১০১ ডেতার নম্বর LL02376283 আমার জন্ম সার্টিফিকেটে পিতা ডাকনাম হয় BABLU GAZI আমি ব্যাপকপূর ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল মার্জিনেস্টেট যারা SUKZAN GAZI DO SAHIDUL GAZI এবং SUKZAN GAZI DO BABLU GAZI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম ।

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

সূচিকিংসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

CHANGE OF NAME
I, Nunnehaar (Old Name) W/O–Kalam SK residing at Vill-Maraghati , PO-Bhattabati , PS-Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Nunnehaar to Nunehar Bibi and henceforth I shall be known as Nunehar Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the no-tary public Domkal court on 03/02/2026. My name Nunehar Bibi & Nunnehaar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Mostafa Hossain Khan (Old Name) S/O–Ali Hossain Khan resident of Sargachi , Baninathpur , Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Mostafa Hossain Khan to Mostafa Khan and henceforth I shall be known as Mostafa Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Mostafa Khan & Md Mostafa Hossain Khan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Dilwar Sk (Old Name) S/O–Md Rahman Sk resident of Shankarpara , Bhabta, Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin742134- do hereby declared that I have changed my name from Dilwar Sk to Md Dilwar Sk and henceforth I shall be known as Md Dilwar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Md Dilwar Sk & Dilwar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mehbusa Sultana (Old Name) W/O–Khaled Ahmed resident of Vill-10 Cos-simbazar Road , Po- Cossimbazar Raj , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mehbusa Sultana to Sultana Ahamed and henceforth I shall be known as Sultana Ahamed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Sultana Ahamed & Mehbusa Sultana both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Mohiuddin Kaji (Correct Name) S/O–Kaji Md Osiuddin resident of Vill & PO-Go-tisha , PS-Mongalkot , Purbia Bardhaman , West Bengal 713131 do hereby declared that in my daughter's (name) document my name is wrongly written as Kaji Mohammad Mohiuddin (wrong name) but my actual name is Md Mohiuddin Kaji (Correct name). I shall be known as Md Mohiuddin Kaji (Cor-rect name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Md Mohiuddin Kaji & Kaji Mohammad Mohiuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Maniruddin Mandal (Old Name) S/O–Nehal Chand Mondal resident of Basudebpur , Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Maniruddin Mandal to Md Maniruddin Mandal and henceforth I shall be known as Md Maniruddin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/02/2026. My name Md Maniruddin Mandal & Maniruddin Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jalaaluddin Sekh (Old Name) S/O–Siddik Biswas residing at Mahal-darpara , Rajput Teghari , PS-Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby de-clared that I have changed my name from Jalaaluddin Sekh to Jalaaluddin Sk and henceforth I shall be known as Jalaaluddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Jalaaluddin Sk & Jalaaluddin Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Gautam Chaudhury (Old Name) S/O–Hemanta Chaudhury residing at Chuyapur Chowdhurypara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742101 do hereby declared that I have changed my name from Gautam Chaudhury to Gautam Chowdhury and henceforth I shall be known as Gautam Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/02/2026. My name Gautam Chowdhury & Gautam Chaud-hury both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jabbar SK (Old Name) S/O–Erad Sekh resident of Vill & Po-Sahajadpur , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Jabbar SK to Abdul Jabbar and henceforth I shall be known as Abdul Jabbar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magis-trate affyidit Berhampore court on 20/01/2026. My name Abdul Jabbar & Jabbar SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Julekha Sekh (Old Name) W/O–Nasiruddin Sekh residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Kanimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby de-clared that I have changed my name from Julekha Sekh to Uchhera Sekh and henceforth I shall be known as Uchhera Sekh (new name) in all pur-pose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026. My name Uchhera Sekh & Julekha Sekh both are same and one identical person.

বিশেষ দিনে পর্যটকদের জন্য বন্ধ এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং! মেঘালয়ে বেড়াতে গেলে জেনে নিন নতুন নিয়ম

মেঘালয় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন? তাহলে আপনার ট্রাভেল কেলিন্গে মাওলিনং গ্রামের নাম যে থাকবেই, তা বালার অপেক্ষা রাখে না। ‘ নিজস্ব বাগান’ নামে পরিচিত এই গ্রামটি এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে

প্রবেশই নয়, ওই দিন বন্ধ থাকবে সমস্ত পর্যটন পরিষেবা। রবিবার কেন বন্ধ মাওলিনং? গ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার মাওলিনংয়ের অধিকাংশ বাসিণ্ডা গির্জায় যান সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে



বিশৃঙ্খলে খাতি। সারা বছরই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড লেগে থাকে এখানে। তবে মাওলিনং ঘুরতে যাওয়ার আগে এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। নয়া নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি রবিবার পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে মাওলিনং গ্রাম। এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে গ্রামের দরবার শৃং অর্থা গ্রাম পরিষদ। সম্প্রতি জারি করা এক বিবৃতিতে পরিষদ জানিয়েছে, সপ্তাহের ছ’দিন-সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত-গ্রাম পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে। কিন্তু রবিবার কোনও পর্যটককে গ্রামে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। শু শু

একটি বড় অংশ তাঁরা সেখানেই কাটান। ফলে ওই দিনে প্যটকদের পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত লোকবল থাকে না। সেই কারণেই গ্রামবাসীদের ধর্মীয়, অনুভূতি ও সামাজিক রীতিনীতিকে সম্মান জানিয়ে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার বন্ধ থাকবে- সমস্ত রেক্সর্বা ও খাবারের দোকান, স্থানীয় দোকানপাট, পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত শৌচাগার, গাইড পরিষেবা ও অন্যান্য সহায়তা,অর্থা, রবিবার হটা করে মাওলিনংয়ে পৌঁছলে পর্যটকদের চরম সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তবে রয়েছে বিশেষ ছাড়,যদিও এই নিয়মের ক্ষেত্রে একটি

অবস্থান করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও, রবিবার রাতে কেউ যদি গ্রামে পৌঁছতে চান, তাঁকেও স্বাগত জানানো হবে। তবে দিনের বেলায় নতুন পর্যটকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। মাওলিনং ঃ পরিচ্ছন্নতার বিশ্বদর্শন- উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে মাওলিনং ‘ সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম’-এর স্বীকৃতি পায়। সেই সময় থেকেই এই গ্রামের জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়েছে। পরিচ্ছন্ন রাস্তা, বন্ধাবকে বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব জীবন্যাপন-সব মিলিয়ে মাওলিনং এক অনন্য

উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এই গ্রাম শু শু পরিচ্ছন্নতার জন্যই নয়, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও পর্যটকদের মন কেড়ে নেয়। চেরাপুঞ্জির কাছেই অবস্থিত এই গ্রামে রয়েছে- ঘন সবুজ জঙ্গল, ফলের বাগান, মনোরম পাছাড় পরিবেশ, ঐতিহ্যবাহী খাসি সংস্কৃতির ছোঁয়া ফলে শিলং থেকে গাড়িতে করে বহু পর্যটকই একদিনের সফরে মাওলিনং ঘুরে আসেন। পরিকল্পনা ছাড়া গেলে বিপদ- নতুন নিয়ম সম্পর্কে আগে থেকে জানা না থাকলে পর্যটকদের ভ্রমণ পরিকল্পনা ভেঙে যেতে পারে। বিশেষ করে যারা শিলং বা চেরাপুঞ্জি থেকে একদিনের জন্য রবিবারে মাওলিনং যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন গ্রামবাসীদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে সম্মান জানায়, তেমনই অন্যদিকে পর্যটকদের জন্য অস্বস্তির ভ্রমণের বার্তাও দেয়। ভ্রমণকারীদের জন্য পরামর্শ- মাওলিনং যেতে চাইলে- আগে থেকেই দিন ও বুকিং নিশ্চিত করুন,রবিবারের দিনটি এড়িয়ে চলুন, যদি না আগে থেকে থাকার ব্যবস্থা থাকে। স্থানীয় নিয়ম ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিশীল থাকুন।সব মিলিয়ে বলা যায়, মাওলিনং শু শু একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়, বরং প্রকৃতি, পরিচ্ছন্নতা।

ডিজেল লোকোমোটিভ লিজিং ও রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তি, RITES-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল সেল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : দেশের ইম্প্যাত উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। রাষ্ট্রায়ত্ত মহারঙ্গ সংস্থা সেল ও নবরঙ্গ সংস্থা রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল আন্ড ইকোনমিক সার্ভিস –এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য সেল-এর বিভিন্ন কারখানা ও খনি চত্রে একটি নিজস্ব ‘ রেল নেটওয়ার্ক’ রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে কাঁচামাল পরিবহণ, উপাদানের বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে সামগ্রী স্থানান্তর এবং প্রস্তুত পণ্যের বাইরে পাটানো পিট্রিয়ে সম্পন্ন হয়। এই ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল ডিজেল লোকোমোটিভের একটি বড় বহর, যার মধ্যে নিজস্ব ইঞ্জিনের পাশাপাশি ‘ লিজ’-এ নেওয়া লোকোমোটিভও রয়েছে। ফলে এই ডিজেল লোকোমোটিভগুলির কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা সেল-এর

দৈন্যিদিন উৎপাদন ও ভবিষ্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েক্রেতগতিতে বৈদ্যুতিক



লোকোমোটিভ ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে। তবে সেই পরিবর্তনের মাঝেও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিজেল লোকোমোটিভ এখনও অপরিহার্য। এই প্রেক্ষাপটে RITES-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিজেল লোকোমোটিভ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে RITES-এর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি দক্ষতা সেল-এর জন্য বড় সহায়ক হবে বলে মনে

করা হচ্ছে। ভারতীয় রেলওয়ের পরিকাঠামো, স্টেশ্যার পার্টস এবং দক্ষ মানবসম্পদের সুবিধা পাওয়ার কারণে RITES ডিজেল

রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবে। এর ফলে খরচ সাশ্রয়, অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিবহণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিবেশগত দায়বদ্ধতা। উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় কমবে, যা পরোক্ষভাবে কার্বন ফুটপ্টিন্ট হ্রাসে সহায়তা করবে। শিল্প পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও টেকসই ও পরিবেশবান্ধব করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেল-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অপারেশনস) শ্রী পি. কে. বইসাথিয়া, এবং ্রজ্ঞাবক্ষ-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল সার্ভিসেস) শ্রী সদ্দীপ জৈন। SAIL RITES-এর একাধিক উর্ষ্বচন আধিকারিকও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মতে, এই সহযোগিতা শুধুমাত্র দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে না।

নাম পরিবর্তন
আমি Khatun Mamtai (পুরাতন নাম) স্বামী Abdul Rouf Bhangi চিকনা গ্রাম-মৌতাহর, পোঃ গুইয়াইহ, থানা গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর স্বামী বাসিন্দা ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল মার্জিনেস্টেট পড়বেতা পশ্চিম মেদিনীপুর কোর্টের এক্সিডেণ্টে যারা Abdul Rouf Bhangi (নতুন নাম) পরিচিতি হইল। গড় ০২.০২.২০২৬ তারিখে (SL NO-1478) এক্সিডেণ্টে বলে khatun Mamtai (পুরাতন নাম) এবং Mamatai Begam Bhangi (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME
I, Mani Saha (old name) wife of Dipak Saha, residing at Radha Ballav Kunjo 3rd Floor Flat NO.3B,Bc, A/30,Central Road H.B. Town,Sodepur North 24 Parganas pin-700110, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Moni Saha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/02/2026. Moni Saha (New Name) and Mani Saha (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Adarsh Agarwalla (old name) son of Devendra Kumar Agarwalla, residing at 4D, Asoka Apartment, 14, Ashoka Road, Alipore, Kolkata – 700027, West Bengal, shall henceforth be known as Adarsh Kumar Agarwalla (new name), vide an affidavit sworn before the No-tary Public Kolkata at CMM S Court on 02/02/2026. So Adarsh Agarwalla (old name) and Adarsh Kumar Agarwalla (new name) is the same and one identical person.

মেদিনীপুরের পর্যটনে নতুন চমক! নতুন রূপে হাজির হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৪ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পর্যটন মানচিত্র বদলে যেতে



চলছে। সৌজন্যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। জেলায় এবার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের নতুন ভবন গড়ে তোলার কাজ শুরু হল। পূর্ব মেদিনীপুরের ইতিহাসপ্রেমী মানুষ ও স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বড় সুখবর।

ধোঁয়ার গ্রামে টয়ট্রেনের কামরা, আতঙ্কে হলস্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৪ ফেব্রুয়ারি : যাত্রী নিয়ে পাছাড়ের রাস্তায় ছুটে চলেছে টয়ট্রেন। শিলিগুড়ি থেকে রওনা হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা দিল বিপত্তি। কামরার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখা গেল। আগুন লাগার আতঙ্ক ছড়াল যাত্রী, পর্যটকদের মধ্যে। কিন্তু কোথা লাগল আগুন ? ধোঁয়ার উৎস খুঁজতে গিয়ে সামনে এল ‘ম্যান মেড’ তত্ত্ব! কেউ বা কারা ধুমপানের কারণেই কি ওই বিপত্তি? অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কের জেরে বেশ কিছু সময় ওই ট্রেন থমকেছিল। পরে গুহুরের জন্য রওনা দেয়। জানা গেছে, আজ, বুধবার সকালে শিলিগুড়ির একজোঁপ স্টেশন থেকে টয়ট্রেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। প্রতিদিনের মতো এদিনও পর্যটক, যাত্রীরা ছিলেন ওই ট্রেনে। শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনে পৌঁছানোর পর ওই টয়ট্রেনের একটি কামরার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। নিমেষে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। ইচ্ছাইতেই লোকও ট্রেন থামিয়ে দেন। দ্রুত ট্রেনের কাছে ছুটে যান রেলের কর্মীরা। কামরাগুলি থেকে পর্যটকদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। রেলের ইঞ্জিনটিকে কামরাগুলি থেকে আলাদা করে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কীভাবে ওই ধোঁয়া দেখা গেল? সেই প্রশ্ন উঠছে। কোনওরকম বুকি না নিয়ে কামরায় অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। হিমালয়ান রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ওই কামরায় চারজন পর্যটক-যাত্রী ছিলেন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে তারা পৌঁছানোয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যাত্রীরা চলন্ত ট্রেনে সম্ভবত ধূমপান করছিলেন। তার থেকে ধোঁয়া তৈরি হতে পারে। বৈদ্যুতিক কোনেও সমস্যার জন্য কি ধোঁয়া বার হয়েছিল? সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে দিভেন্দ্ৰ হিমালয়ান রেলওয়ে ডিরেক্টর ধ্যবত চৌধুরী বলেন, ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল একটি কামরা থেকে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কোনও ঘটনা ঘটেনি। মানে মেড ধোঁয়া বলেই প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত হয়েছে। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে টয়ট্রেনটি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ আন্তর্জাতিক গবেষণা উদ্যোগে শামিল হয়েছে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : শহরঞ্চদের শিল্প দূষণ এবং গ্রামীণ এলাকার দূষণ সামান মাত্রায় ক্ষতিকারক কি না, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ আন্তর্জাতিক গবেষণা উদ্যোগে শামিল হয়েছে । এই লক্ষ্যে পর্যদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধুভিত্তিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নীতি গবেষণা সংস্থার সঙ্গে হাব মিলিয়েছে। পর্যদ সূত্রে জানা গেছে, সব দূষক সামান ভাবে বিস্মক্ত হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় বায়ুর গুণমান সূচক প্রায় ২০০ হলে দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলে তা ২৫০ ছুঁয়ে যায়। আবার মূর্শিদাবাদের জলস্রির মতো গ্রামীণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রেও সূচক প্রায় একই স্তরে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে হাব ও গ্রামের দূষণ হারের মাত্রা কি প্রত্যদ রয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক ভাবে যাচাই করতেই এই যৌথ গবেষণা শুরু হয়েছে। পরদের যৌরম্যান কল্যাণ রুদ্র জানিয়েছেন, দূষণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রায় ফারাক থাকলে জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাবও আলাদা হবে। পর্যদের সংগৃহীত সমীক্ষা তথ্য কলক্জ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে, যাক্তে তারা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।

তাম্রলিপ্ত অথনা তমলুক সহ মেদিনীপুরের ইতিহাস এবার সহজেই জানা যাবে। নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ভবন পাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের সূচনা। ১৯৭৫ সালে সাধারণ মানুষের উদ্যোগেই পৌরসভায় পুরাকীর্তি সংগ্রহের উদ্বোধন হয়। এরপর রূপনারায়ণ নদীর কূবে রয়ে গেছে বহু জল। ২০০০ সালে তমলুক পৌরসভা এই পুরাকীর্তি সংগ্রহ ভাড়াতায় প্রত্নতত্ত্ব

বিভাগের হাতে হস্তান্তর করে। ওই সালেই তমলুক শহরে পাশ্চাত্য বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর শুরু হয়। তবে ভাড়াবাড়িতে অবস্থিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জাদুঘরের প্রচার ছড়িয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গাইঘাটা, ৪ ফেব্রুয়ারি : স্কুলের সামনে নোরা, গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পথে নামল খুদে পড়ুয়ারা। স্কুলের গেটের সামনে নিয়মিত নোরা আর্জকনা ফেলার কাজে গোটো স্কুল চহরে টেকা দায়। নাক চেপেই ক্লাস করতে হয় খুদে পড়ুয়াদের। আর সহ্য করতে না পেরেই পথে নেমে প্রতিবাদ জানায় তারা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরের গাইঘাটা থানার চিকনপাড়া এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাইঘাটা থানার অন্তর্গত চিকনপাড়া আরপি বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে দীর্ঘদিন ধরেই এই নোরা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এর জেরে বিদ্যালয় চত্বরে তৈরি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। দুর্গন্ধে ক্লাস করতে সমস্যায় পড়ছিল পড়ুয়ারা। কয়েক মাস আগেও একই অভিযোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ঠাকুরনগর তালতলার মোড় অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তবে তাতেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ফের তলোতে ফেটে পড়ে খুদে পড়ুয়ারা। এদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হন শিক্ষক -শিক্ষিকা ও অভিভাবকরাও। এর জেরে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ঠাকুরনগর-চাঁদপাড়া এবং ঠাকুরনগর-গাইঘাটা রোড। দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন ইছাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক মন্ডল। তিনি একদিকে স্কুলের সামনে নোরা ফেলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন, অন্যদিকে ছোট ছোট ছাত্র- ছাত্রীদের প্ররোচনা দিয়ে রাস্তা অবরোধ করার বিষয়টির বিরোধিতাও করেন। একইসঙ্গে তিনি

পুরুলিয়ায় আবার ‘মাওবাদী’ পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য, আতঙ্ক ছড়াতেই দুষ্কৃতীদের কাজ বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : আবারও একবার ‘মাওবাদী’ পোস্টার উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়া জেলায়। জেলার বোরো থানার শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে তারা পৌঁছানোয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যাত্রীরা চলন্ত ট্রেনে সম্ভবত ধূমপান করছিলেন। তার থেকে ধোঁয়া তৈরি হতে পারে। বৈদ্যুতিক কোনেও সমস্যার জন্য কি ধোঁয়া বার হয়েছিল? সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে দিভেন্দ্ৰ হিমালয়ান রেলওয়ে ডিরেক্টর ধ্যবত চৌধুরী বলেন, ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল একটি কামরা থেকে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কোনও ঘটনা ঘটেনি। মানে মেড ধোঁয়া বলেই প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত হয়েছে। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে টয়ট্রেনটি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

পড়েনি। তাই ২০১৯ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বর্তমান জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি জায়গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কিনে নেয়। অবশেষে সেই জায়গায় হতে চলছে নতুন জাদুঘর ভবন। ৩ ফেব্রুয়ারি তথা মঙ্গলবার নতুন জাদুঘর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মহাপরিচালক যদুবীর সিং রাওয়াত, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কলকাতা অঞ্চলের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রত্নতত্ত্ব জরিপের মহাপরিচালক যদুবির সিং রাওয়াত জানান, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী ও তাম্রলিপ্ত বন্দরের এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীর আর্কি টেকচার ও শিল্পকলা ইতিহ্যশালী। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র ভাড়া রাজবাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। তবে বিভিন্ন খননকার্যে তাম্রলিপ্ত নগরীর যে নিদর্শন মিলেছে, সেটা সাধারণ মানুষ থেকে

ছাত্রছাত্রীদের জানা দরকার। তাই এই সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। এই তমলুক জাদুঘর গড়ে উঠলে এটি একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র করে হয়ে উঠবে। তাম্রলিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও উপকরণগুলি স্থানীয় অপেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিকদের সংগ্রহ। বেশিরভাগই নাটশাল, মহিষাদল, কাঁথি, তমলুক শহর, ইচ্ছাপুরের মতো নিকটবর্তী স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গঠিত। এবার একটি জাদুঘর নির্মাণের জন্য একটি নতুন ভবনের তৈরির কাজ শুরু হল। এই জাদুঘরের জন্য একটি প্রাচীন কাঠামোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কলকাতা সার্কেল সূত্রে জানা যায়, ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০২৭ সালের প্রাথমিক দিকেই নির্মাণ কাজ শেষ হবে। সব মিলিয়ে, আগামী দিনে এই জাদুঘর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্কুলের সামনে আবর্জনার আস্তানা, গাইঘাটায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ খুদে পড়ুয়াদের



এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এ বিষয়ে ইছাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক মন্ডল বলেন, এই ধরনের ঘটনা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিছু আসাধু মানুষ এই কাজ করছে। নোংরা ফেলা আটকালে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে ওই এলাকায় কল করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জ্ঞানানী, দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারছিল না। সেই কারণেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখন দেখার, আশ্রাস মতো পরবর্তীতে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কতটা বদল হয়।

মেডতলার শিবমন্দিরে চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ ফেব্রুয়ারি : কয়েক শতাব্দী প্রাচীন শিব মন্দিরে দু ৪সাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্বস্থলী দু’নম্বর ব্লকে। গভীর রাত্তে শিব ঠাকুরের গা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার রূপোর গহনা চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, মন্দিরের প্রগামী বাস্ক ভেঙে নগদ টাকাও লুট করে নিয়ে যায় তারা। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটো এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে পূর্বস্থলী দু’নম্বর ব্লকের মেডতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শিব মন্দিরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চুরির আগে দুষ্কৃতীরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এলাকায় প্রবেশ করে। অভিযোগ, চুরির সময় যাতে কেউ বেরোতে না পারে বা সন্দেহ না করে, সেজন্য তারা আশপাশের একাধিক বাড়ির সামনের দিক থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা আটকেও দেয়। এলাকাবাসী সূবীর ঘোষ জানান, এই মন্দিরে এর আগেও তিনবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রতিবারই সঠিকভাবে দৌরীয়ে ধরা যায়নি। ফের একই ঘটনা ঘটায় আমরা ভীষণ আতঙ্কিত। মন্দিরে প্রায় তিন লক্ষ টাকার রূপোর গহনা ছিল, সেগুলো নিয়ে চোরেরা পালিয়ে গেছে। প্রগামী বাস্কে থাকা নগদ টাকাও তারা নিয়ে গেছে। স্থানীয়দের দাবি, মন্দিরটি বহু পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী হওয়ায় প্রতিদিন বহু ভক্তের সমাগম হয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানে বারবার চুরির ঘটনা ঘটলেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকেই মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা ও রাতের পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি তুলেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে দুষ্কৃতীরা মন্দিরে প্রবেশ করল, কতজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং তারা কোন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। বারবার চুরির ঘটনায় আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। দ্রুত দৌরীদের গ্রেপ্তার ও মন্দিরের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় মানুষজন।

জেলায় দুর্ঘটনা কমাতে সরাসরি পথে নামল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৪ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে জেলা প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবার সরাসরি রাস্তায় নামল তারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশি। এই ধরনের ঘটনায় প্রতিদিনই প্রাণহানি হচ্ছে। সম্প্রতি এক বাস দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এবার জেলায় বাস দুর্ঘটনা কমাতে পথে নামলো প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর রাস্তায় চলাচলকারী বাসগুলির ফিটনেস পরীক্ষা শুরু করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রধান পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হল বাস। জেলার বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রুটে বাস যাতায়াতের পাশাপাশি জেলা থেকে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ একাধিক জেলায় দূরপাল্লার বাস যায়। সম্প্রতি হলদিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই বাস দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে, ঘটনার সময় বাসটির স্টিয়ারিং কাজ করেনি। এরপরেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন লোকাল রুট ও দূরপাল্লার রুটে যাতায়াতকারী বাসগুলির ফিটনেস পরীক্ষায় জোর দিল। আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর। সরকারি-সেসরকারি মিলিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রতিদিন প্রায় এক হাজার বাস চলাচল করে। বর্তমানে জোরদারমে সেইসব বাসের ‘মেডিকেল হেলথ চেক আপ’ চলছে। জাতীয় সড়কে চলমান বাস চেকিং অভিযানে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অনিয়মের জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সঞ্জয় হালদার জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে এবং আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাত্রীবাহী বাসগুলির সবকিছু ঠিক থাকলে যাত্রী পরিষেবাও উন্নত হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক জানান, সারা বছর ধরেই এই অভিযান চলবে। পথ দুর্ঘটনা কমাতে এবং রাস্তায় যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নানা দফতরের সম্মিলিত এই উদ্যোগে আশাবাদী জেলার মানুষ।

উত্তরবঙ্গে খুশির হাওয়া, রাজ্যে তৈরি হচ্ছে দ্বিতীয় সিঙ্গেল্টিক ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া জগত এগোল আরও এক ধাপ! পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় সিঙ্গেল্টিক ট্রাক তৈরি হচ্ছে এই জেলায়। এবার থেকে প্রশিক্ষণ হবে আরও জোরদার। উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াজগতে এক নতুন আশার আলো জ্বালাতে চলছে জলপাইগুড়ি। স্পোর্টস অথরিটি অর ইন্ডিয়া (SAI) জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে নির্মিত হচ্ছে আগলে হচ্ছে ৪০০ মিটার দীর্ঘ আধুনিক সিঙ্গেল্টিক ট্রাক। জোরদারমে চলেছে নির্মাণকাজ। আগামী তিন



মাসের মধ্যেই ট্রাকটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি সাই-এর ইন্চার্জ ওয়াসিম আহমেদ। জলপাইগুড়ি ত থা ঊ ত্তরবঙ্গের ক্রীড়াবিদরা ইতিমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজদের দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বপ্না বর্মন থেকে শুরু করে হরিশঙ্কর, হিমশ্রী রায়- এমন বহু প্রতিভা এই মাটিতেই গড়ে উঠেছে। নতুন এই সিঙ্গেল্টিক ট্রাক তাঁদের মতো ভবিষ্য ক্রীড়াবিদদের জন্য আরও বৈজ্ঞানিক ও উন্নত অনুশীলনের সুযোগ এনে দেবে বলে মনে করছেন জাতী বিশেষজ্ঞরা। কলকাতার পর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সিঙ্গেল্টিক ট্রাক হিসেবে জলপাইগুড়িতে এই পরিকাটামো গড়ে ওঠার খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ামানুষ। দীর্ঘ বর্ষা কারণে এতদিন মাঠের বেহাল অবস্থায় অনুশীলনে ছেদ পড়ত বহু অ্যাথলিটের। সিঙ্গেল্টিক ট্রাক তৈরি হলে সেই সমস্যা দূর হবে এবং সারা বছরই নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এই ট্রাক নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক ‘স্যান্ডউইচ পাথর’ প্রযুক্তি, যার ফলে জল জমার সমস্যা থাকবে না এবং ট্রাক হবে দীর্ঘস্থায়ী। আট সেনের এই ট্রাকে ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ের পাশাপাশি লং জাম্প, হাই জাম্প, ট্রিপল জাম্প, পোল ভল্ট, শট পুট, ডিসকাস, জাভেলিন ও হ্যামার থ্রোর মতো সমস্ত অ্যাথলেটিক ইভেন্টের অনুশীলনের সুবিধা মিলবে। সব মিলিয়ে, জলপাইগুড়ির এই সিঙ্গেল্টিক ট্রাক উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতে চলছে যেখানে স্বপ্ন দেখবে আগামীদিনের চ্যাম্পিয়নরা।

JANAI GRAM PANCHAYAT
 Viii-JANAI BAZER PO-JANAI Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Pradhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourcelt contractors for the work.
SL NO 1-11T No- 97/JGP dt 03.02.2026 TenderId-2026_ZPHD_999123_1 Publish Date-01/02/2026 10:00 AM Name of The Work: Drinking Water Facility with Submersible Pump at SN XIII; Estimated Amount-Rs. 1,18,907.00.FUND:- XV Finance Commission (TIED)
SL NO 2-11T No-98/JGP dt 03.02.2026 TenderId-2026_ZPHD_999126_1 Publish Date-04/02/2026 10:00 AM Name of The Work: Purifier Drinking Water Facility with Submersible Pump and Water Cooler at SN VII; Estimated Amount- Rs. 1,92,172.00.FUND:- XV Finance Commission (TIED)
SL NO 3-31T No-99/JGP dt 03.02.2026 TenderId-2026_ZPHD_999129_1 Publish Date-04/02/2026 10:00 AM Name of The Work: Drinking Water Facility with Submersible Pump at SN II; Estimated Amount-Rs. 1,18,907.00.FUND:- XV Finance Commission (TIED)
Completion Time- 30 days Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-11.02.2026, 11:00 AM. DATE of opening technical & Financial BID 13.02.2026 11:00 AM For details visit website https://wbtdenders.gov.in

মাডগ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ ফেব্রুয়ারি : বীরভূমের মাডগ্রাম থানা এলাকায় প্রাস্টিকের জারে ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাডগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ছামু ঘাট এলাকায় মোপের ভিতর থেকে প্রায় ১৫-২০টি তাজা বোমা উদ্ধার করে মাডগ্রাম থানার পুলিশ। স্থানীয়দের নজরে পড়তেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে এবং বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। বোম স্কোয়াড এসে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বোমা উদ্ধারে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কে বা কারা বোমাগুলি মজুদ করেছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে মাডগ্রাম থানার পুলিশ।

১২তম চৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলার সূচনা বাগবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তর কলকাতার বাগবাজারে শুরু হল ভক্তি, দর্শন ও সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমেলা। বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণে বুধবার থেকে সূচনা হয়েছে ১২তম শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা। গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজারের উদ্যোগে আয়োজিত এই পাঁচ দিনব্যাপী মহোৎসব চলবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উল্লেখ্য, এবছর ১২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মেলার অঙ্গ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ জাতীয় সেমিনার ও সিন্ধোপাঞ্জিয়াম দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বৈবেধ দর্শনের পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও গবেষকরা অংশ নিচ্ছেন এই আয়োচনাচক্রে। প্রতিদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন, দর্শন এবং মানবতাবাদী চিন্তাধারার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ পূজা, আরতি ও নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে মেলার সূচনা হয়। কীর্তনের সুরে মুগ্ধ হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ। সকাল থেকেই ভক্তদের ডিড লক্ষ্যণীয়, যা সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে বহু মানুষ এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন।

Notice
THIS IS TO DECLARE that HEFCO MEDICARE AND RESEARCH CENTRE (having its CE Licence No.33749283), operating from 1st floor, Megatherm Building, Salt Lake, Sector-5, Kolkata-700 091, has changed its name, now it shall be known as HEFCO MEDICARE CENTRE it is declared that both are a same Legal entity, this change in name is being made for Rebranding only and is net intended to deceive or defraud any person, Government Authority, or Institution.
 Office of The Bikhahola Gram Panchayat Bikhahola, Panchha, Howrah TENDER NOTICE No.-BHGP/ 291 /APAS/2025, Date:- 05.02.2026 The Prodhon, Bikhahola Gram Panchayat invites sealed tender for total 4 (Four) Nos. different works. Date of issue of tender form 05.02.2026 at 06.55 pm. Last date of receiving of tender from 13.02.2026 at 01.00 pm. Date of Opening: i) TECHNICAL BID–16.02.2026, 01.10 PM, AND ii) FINANCIAL BID To be notified. For details please visit office of the undersigned on any working days. Sd/- Prodhon Bikhahola Gram Panchayat
 বিজ্ঞপ্তি বন্ধিম বিহারী সামন্ত পিতা- মৃত আকিমুল্ল সৈখ, সাং ১৫/০২/১৯৯৯ সালে রাণীহাট রেঞ্জিং অফিসে রেঞ্জিং কৃত ৫২৭ নং দলিলমুদ্র ২ (দুই) কট্টা ১২ (এগারো) ছটাক শালিজম এবং ২২৮ নং দলিলমুদ্র ২ (দুই) কট্টা ৭ (সাত) ছটাক শালিজম সাক্ষাৎকারী দ্বারা সাধারণ ৭৭৪ নং দাপের হাল ৮২৬ নং দাপের হাল ৮২৬ নং ১) শ্রীমতী আরতী ঘোষ স্বামী- শ্রী পূর্ণপদ্র যোগ পক্ষে আমনোক্তার শ্রীমতি অঞ্জলি ঘোষ স্বামী - শ্রী সমীর কুমার ঘোষ (রাণীহাট রেজি. অফিসে রেজি.কৃত ১৯১১ সালে ২০ নং আমনোক্তারনামা দ্বারা) এবং শ্রীমতি চম্পা দাস স্বামী- লেন্দুরাম দাস মহশয়াধ্বরের নিকট ইহতে খরিদ করেন। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ৫২৭ নং এবং ৫২৮ নং দলিলমুদ্রে পাওয়া সম্পর্জিত রেকর্ড নিয়ে কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎহিল বি. এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন। ডিভিসনাল (এসএওটি)/কাটিহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বেলতগমে "প্রসাদচিত্ত গ্রাহক পরিষেবা"
 বিজ্ঞপ্তি বন্ধিম বিহারী সামন্ত পিতা- মৃত আকিমুল্ল সামন্ত ১৫/০২/১৯৯৯ সালে রাণীহাট রেঞ্জিং অফিসে রেঞ্জিং কৃত ৫২৭ নং দলিলমুদ্র ২ (দুই) কট্টা ১২ (এগারো) ছটাক শালিজম এবং ২২৮ নং দলিলমুদ্র ২ (দুই) কট্টা ৭ (সাত) ছটাক শালিজম সাক্ষাৎকারী দ্বারা সাধারণ ৭৭৪ নং দাপের হাল ৮২৬ নং ১) শ্রীমতী আরতী ঘোষ স্বামী- শ্রী পূর্ণপদ্র যোগ পক্ষে আমনোক্তার শ্রীমতি অঞ্জলি ঘোষ স্বামী - শ্রী সমীর কুমার ঘোষ (রাণীহাট রেজি. অফিসে রেজি.কৃত ১৯১১ সালে ২০ নং আমনোক্তারনামা দ্বারা) এবং শ্রীমতি চম্পা দাস স্বামী- লেন্দুরাম দাস মহশয়াধ্বরের নিকট ইহতে খরিদ করেন। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ৫২৭ নং এবং ৫২৮ নং দলিলমুদ্রে পাওয়া সম্পর্জিত রেকর্ড নিয়ে কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎহিল বি. এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন। কাটিহার মণ্ডলে সিদ্দাল্য এবং টেলিকম কাজ ই-টেন্ডার নংঃ এসএওটি-৩৭-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ শ্যামডিং ডিভিশনের সালাচট্রা (এসআইএ) টেন্ডারে ভাইরেটরি রিসপন্সন এবং সেসপাচ সিদ্দাল্যের ব্যবহার সাথে আরএজডি লাইন হিসেবে বিদ্যমান গুডস স্টেবলিং লাইন নং ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০৫ ঘটায় এবং খুলারে ২৪:০৬ তারিখের ১৫:০৬ ঘটায়। সার্বিশের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন। নিমি. ডিএসটি, লামডিং উত্তর পূর্ব সীমান্ত বেলতগমে প্রসাদচিত্ত গ্রাহকের সেবা

Office of the Pradhan GARAFUSA GRAM PANCHAYAT Vill-Sindri, PO-Sindri Chasmore, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender No: WBPUR/GGP/NIET-04/25-26
E-tender is invited by the Pradhan, Garafusa Gram Panchayat for 17 (Seventeen) Nos. different works. Last date of submission of Bid (online) 13.02.2026 5.00 P.M. Bid opening date(online): 16.02.2026 11.00 A.M. Details are available in http://wbtdenders.gov.in & Office Notice Board.
 Sd/- Pradhan Garafusa Gram Panchayat
 Chakpara Anandanagar Gram Panchayat Bhattachanar, Liluah, Howrah
Notice Inviting e-Tender No - 570/CAGP/2026
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourcefull bidders for 3 (Three) Nos. different works. e-Published Date: 03/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission start date : 03/02/2026 from 18:00 Hrs. Bid submission end date : 13/02/2026 up to 18:00 Hrs. Bid opening date for Technical : 16/02/2026 at 14:00 Hrs. Details are available in https://wbtdenders.gov.in & Office Notice Board.
 Sd/- Pradhan Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
 RAMJIBONPUR MUNICIPALITY NOTICE INVITING e-Tender
 NleT No.: 17 The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonr Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Installation (Supplying, fitting & fixing) of Street light near Kali Mandir at Malik Palli in ward no-11, (Booth No.67 within Ramjibonr Municipality under APAS Scheme and other works (Total 15 nos electrical work) through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourcefull tenders/Bidders. Tender Ref.no.: WBMAD/ULB/RM/NleT-17/2025-26, Tender ID:2026_MAD_998475 Last date & time for submission of bid through online is 13.02.2026 up to 11:00 A.M. (for SI No 1 to 15). The details will be available on website: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nc.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.
 Sd/-

‘ঘুরপথে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপে খেলাতে চায় আইসিসি?’

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৪ ফেব্রুয়ারি: শনিবার থেকে ঢাকে কাটি পড়বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। তবে তিন দিন আগেও নাটক জারি রয়েছে পাকিস্তানের। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট নিয়ে আইসিসি-কে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি তারা। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না আইসিসি-ও। তাই দড়ি টানাটানি চলেছে দুই পক্ষের মধ্যে। ম্যাচ বয়কট করলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে একাধিক শাস্তি ও জটিলতার মুখে পাততে হবে, এমনটাই জানিয়ে রেখেছে আইসিসি। এর মাঝেই প্রকাশ্যে এল নয়া রিপোর্ট। পাকিস্তানকে ‘ঘুরপথে’ বিশ্বকাপে খেলানোর জন্য নতুন পথে হাঁটছে আইসিসি, এমনটাই জানা যাচ্ছে ওই রিপোর্টে। কী পদক্ষেপ করেছে তারা? পাক সরকারের নির্দেশ মেনে বিশ্বকাপে



ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আর সেই দাবিতে এখনও পর্যন্ত অনড় তারা। তবে এই ম্যাচ খেলা না হলে ভিউয়ারশিপের বিচারে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়বে আইসিসি। তাই পাকিস্তানকে রাজি করানোর জন্য এ বার ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাওয়াজাকে দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি, এমনটাই জানা যাচ্ছে। সিদ্ধাপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করেন ইমরান। রেভেন্সপার্টজে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলার জন্য পাকিস্তানকে রাজি করানোর দায়িত্ব এখন ইমরানের কাঁধে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট নিয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান কোনও আনুষ্ঠানিক ই-মেইল পাঠায়নি আইসিসি-কে। আইসিসি অবশ্য এটাও স্বীকার করেছে যে জাতীয় নীতির প্রশ্নে সরকারগুলির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা মনে করিয়ে দিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের নিজস্ব ক্রিকেট ভবিষ্যতের উপরও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্ব ক্রিকেট ব্যবস্থার একজন সদস্য ও উপভোক্তা হিসেবে পিসিবি'র দায়িত্ব রয়েছে গ্লোবাল ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার। তাই নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই ইস্যুতে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে আইসিসি, এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাই ইমরান খাওয়াজাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার। এখন দেশার শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটে আইসিসি ও পাকিস্তান।

দুর্দান্ত ফর্মে স্মৃতিরা, শাপমুক্তির খোঁজে দিল্লি

■ নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬, ২০২৪, ২০২৫- এই নিয়ে টানা চারবার ডব্লিউপিএল ফাইনাল খেলতে চলেছে জেমাইমা রড্রিগেজ, শেফালি ভার্মাদের দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু খেতাব আসেনি। আর একটা ফাইনাল সামনে। এ বার কি ট্রফি আসবে? ৭ উইকেটে গুজরাটকে হারিয়ে ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করে নিয়েছে দিল্লি। অন্য দিকে প্রায় এক সপ্তাহ আগেই ফাইনালে উঠে গিয়েছে স্মৃতি মাঞ্চানাদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আগামিকাল ভদোদরার বিসিএ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হতে চলেছে যুগ্মদান প্রতিপক্ষ। এর আগের তিন সিজনই সরাসরি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল জিদ্দাল গোষ্ঠীর দল। এই প্রথম এলিমিনেটর জিতে ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পেল তারা। এই টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দিল্লিকে যোগ্য সঙ্গত করেছে তাদের বোলারেরা। ২১ বছরের শ্রী চরণী এবং ২৪ বছরের নন্দিনী শর্মা রয়েছেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীদের তালিকায় দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থানে। ভালো ফর্মে রয়েছেন লরা উলফর্ট, শেফালি ভার্মা ও জেমাইমা রড্রিগেজ। বোলিংয়ে রয়েছেন এলেনা কিং, লুসি হ্যামিল্টন প্রমুখ। অন্য দিকে আরসিবির নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেছে প্রায় এক সপ্তাহ আগে। একটু হলেও চাপে থাকতে পারেন স্মৃতিরা। ব্যাটিংয়ে অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গেও থাকছেন বাংলার সেনার মেয়ে রিচা ঘোষ। রয়েছেন নাদিন ডি ব্রাক্কও, যিনি একার হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ডব্লিউপিএলে এর আগে মোট ৪ সিজন মিলিয়ে ৯ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ৬ বার জিতেছেন

শেফালি। মাত্র ৬ বার জয় জুটেছে আরসিবির ভাগ্যে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দল। এর আগে ২০২৪ সালে ফাইনাল খেলেছিল দিল্লি ও

বিরাট কোহলিরা। তার মধ্যেই দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ের দোরগোড়ায় আরসিবির মহিলা দল। সেই দিক থেকে বলা যায়, সমর্থকদের কাছে এই জয় যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ

তাঁকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, এর আগে ২০০৯, ২০১১, ২০১৬ অর্থাৎ মোট তিনবার ফাইনাল খেলে চতুর্থতম



আরসিবি। সেই ম্যাচে দিল্লিকে ৮ উইকেটে পরাস্ত করে প্রথমবার ট্রফি জয়ের স্বাদ পায় বেঙ্গালুরু। এই ফাইনাল নিয়েই আশায় বুক বাঁধছেন আরসিবির সমর্থকেরা। টানা ১৭ বছর ক্রমাগত বর্ষাক্তার পর অবশেষে গতবছর আইপিএল জিতেছেন

হওয়ার সমান। তবে আরসিবি সমর্থকদের চোখের মণি হয়ে উঠেছেন ইংল্যান্ডের ২৪ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার লরেন বেল। ইতিমধ্যেই ১২ উইকেট নিয়ে নিয়েছেন তিনি। বেলের ফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিতি ঘিরে

ফাইনালে (২০২৫) প্রথমবার ট্রফিজয়ের স্বাদ পায় আরসিবির পুরুষ দল। সেই দিক থেকে দেখলে, এই একই অবস্থান এখন দিল্লির। বিপক্ষে, সেই আরসিবি। আশায় বুক বাঁধতেই পারেন জেমাইমারা।

শেষ সময়ের গোলে চেলসিকে আবার হারিয়ে ফাইনালে আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি: এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ১-০ গোলে জিতেছে আর্সেজকরা। একেবারে শেষ সময়ে গোলাটি করেন কাই হাভার্টজ। প্রথম লেগে ৩-২ গোলার জয় মিলিয়ে, ৪-২ অগ্রগামিতায় শিরোপা লড়াইয়ের মধ্যে উঠল তারা। গত ১৪ জানুয়ারি ওই প্রথম লেগে ঘরের মাঠে খায়ের পর, প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জিতেছিল চেলসি। আর্সেনালের বিপক্ষে মাঠ নেমে আবার পথ হারিয়ে ফেলল তারা। আর্সেনালের বিপক্ষে চেলসির জয়হীন পথচালা আরও দীর্ঘ হলো। এই নিয়ে টানা ১০ বারের মুখোমুখি লড়াইয়ে জিততে পারল না স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দলটি। মাঝমাঠ ও আক্রমণে বড় দুই শূন্যতা নিয়ে মাঠে নামে আর্সেনাল। সেটের কারণে এদিন স্কোয়াডেই ছিলেন না

অধিনায়ক মার্টিন ওডেনগোর ও তারকা ফরোয়ার্ড বুকোয়া সাকা। মাঠে দুই দলকেই বেশ ভুগতে দেখা যায়।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের পরীক্ষা নেয় চেলসি। এস্পো ফার্নান্দেজের ডি-বক্সের বাইরে



প্রথমার্ধে কারো খেলাতেই তেমন তীব্রতা ছিল না। ১৮তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শটেই অবশ্য এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল কিন্তু ডিফেন্ডার পিয়েরো ইনকাপিয়ের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। গতহীন ফুটবলের

থেকে নেওয়া শটটি ঝাঁপিয়ে রুশে তীব্রতা ছিল না। ১৮তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শটেই অবশ্য এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল কিন্তু ডিফেন্ডার পিয়েরো ইনকাপিয়ের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। গতহীন ফুটবলের

ফেলেতে পারেনি দলটি। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয় ছয় মিনিট। কিন্তু কিছু চেলসি সমর্থককে আগেভাগে গ্যালারি ছাড়তে দেখা যায়। দলটির রয়ে যাওয়া সমর্থকদের হতাশা বেড়ে যায় অন্তিম সময়ে। শেষ চেষ্টায় তাদের সব খেলোয়াড় আক্রমণে উঠে আসে, তাতে রক্ষণ হয়ে পড়ে উন্মুক্ত। সেই সুযোগে প্রতি-আক্রমণে উঠে, ডেক্সন রাইসের লম্বা পাস ধরে বক্সে ঢুকে ওয়ান-অন-ওয়ানে গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোলাটি করেন জার্মান মিডফিল্ডার হাভার্টজ। পাঁচ বছর পর প্রথম কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। সবশেষ তারা ফাইনাল খেলেছিল ২০২০ সালে এফএ কাপ। এমিরেটসে মিকেল আর্তেতার কোচিংয়ের সেটা ছিল প্রথম মরসুম, সেবার শিরোপাও জিতেছিল তারা। এবারের ফাইনালে আর্সেনাল খেলতে ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা নিউকাসলে ইউনাইটেডের বিপক্ষে।

কষ্টের জয়ে সেমি-ফাইনালে বার্সেলোনা

সেল্তা ভিগো ও রিয়াল মাদ্রিদকে বিদায় করে দেওয়া আলবাসেতের স্বপ্ন যাত্রা থামাল বার্সেলোনা। অনেক সুযোগ নষ্ট হওয়ার ম্যাচে কোনোমতে জিতে কোপা দেল’রের সেমি-ফাইনালে উঠল হাস্পি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, আলবাসেতে, ৪ ফেব্রুয়ারি: প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে জায়গাটর-ফাইনালে ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে লামিনে ইয়ামাল দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান রোনাউদ আরাউহো। শেষ দিকে হাভিয়ের মোরেনো চমৎকার গোলে ম্যাচ জমিয়ে দিলেও, শেষরক্ষা করতে পারেনি আলবাসেতে। ৭৩ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৭টি শট নেয় বার্সেলোনা, এর সাতটি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে আলবাসেতে সাত শটের তিনটি রাখতে পারে লক্ষ্যে। টিমোতালে শুরু হওয়া ম্যাচে প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। দপ্তম মিনিটে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি মার্কাস রায়াকোঁর্ড। দুই মিনিট পর আলবাসেতের অস্ত্রোনিও পুয়ের্তাসের শট যায় সরাসরি হোয়ান গার্সিয়ার গ্লাভসে। বার্সেলোনার আক্রমণে ছিল না চেনা ধার। বল দখলে অনেক এগিয়ে থাকলেও, খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। রায়াকোঁর্ডের কয়েকটি ক্রসের নাগাল পাননি রবের্ত লেভানডফস্কি। ৬৯তম মিনিটে ‘ডেডলক’ ভাগে সফরকারীরা। প্রতিপক্ষের রক্ষণে বল কেড়ে নেন রায়াকোঁর্ড। তার কাছ থেকে বল পেয়ে ফ্রেংকি ডি ইয়ং

খুঁজে নেন ইয়ামালকে। তরুণ ফরোয়ার্ড দারুণ ভলিতে এগিয়ে নেন দলকে। যোগ করা পারেনি প্রথম মিনিটে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেনি দানি ওলমো। প্রতি-আক্রমণ থেকে

ডি ইয়ংয়ের গায়ে লেগে দিক পাল্টে দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আলবাসেতকে প্রবল চাপে রাখা বার্সেলোনা ব্যবধান দ্বিগুণ করে ৫৬তম মিনিটে। রায়াকোঁর্ডের কর্নারে

খেকে নেওয়া শটটি ঝাঁপিয়ে রুশে তীব্রতা ছিল না। ১৮তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শটেই অবশ্য এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল কিন্তু ডিফেন্ডার পিয়েরো ইনকাপিয়ের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। গতহীন ফুটবলের

রাখতে পারেনি তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর ওলমোর শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান আয়েজক গোলরক্ষক রাউল লিখেয়াইন। পরের চার মিনিটে বার্সেলোনার আরও দুটি দারুণ সুযোগ বার্থ করে দেন তিনি। ৭২তম মিনিটে খুব কাছ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেনি অরক্ষিত বেতানকর। পাঁচ মিনিট পর অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন আরাউহো, তার জায়গায় নামেন জুল কুন্দে। দুই মিনিট পর আরেকটি গোল পেতে পারত বার্সেলোনা। তবে বিপজ্জনক জায়গা থেকে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে দলকে হতাশ করেন লেভানডফস্কি। ৮৩তম মিনিটে বার্সেলোনার জাল বল পাঠালেও, অফসাইডের জন্য গোল পায়নি আলবাসেতে। তবে চার মিনিট পর মোরেনোর দুর্দান্ত ডাইভিং হেডে ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে রোমাঞ্চ ফেরায় দলটি। ৯০তম মিনিটে আলবাসেতের জাল বল পাঠান ফেররান তরেস। তবে তিনিই অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সমতা প্রায় ফিরিয়েই ফেলেছিল আলবাসেতে। হোয়ান গার্সিয়া কোনোমতে গতি কমিয়ে দেওয়ার পর, গোললাইন থেকে ফ্রান গামেসের শট হেডে ফিরিয়ে নেন জেরার্দ মার্তিন। স্নায়ুচাপের কঠিন সময় কাটিয়ে শেষ চারে জয়গা করে নেয় বার্সেলোনা।



দারুণ কিছু সুযোগ পেয়েছিল আলবাসেতে। কিন্তু প্রথমার্ধে এর কোনোটিই কাজে লাগাতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পান ওলমো। কিন্তু ৪৭তম মিনিটে রায়াকোঁর্ডের ক্রসে তার শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন আলবাসেতের দানি বের্নাবেউ। দুই মিনিট পর পুয়ের্তার শট

চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন আরাউহো। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের এটি তৃতীয় গোল। ৬৩তম মিনিটে ব্যবধান কমানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে আলবাসেতের জয়ের নায়ক হেফতে বেতানকর। ডি-বক্স থেকে বাকানো শট লক্ষ্যে

বিশ্বকাপে সুযোগ পাবেন বিরাট-রোহিত? নীরবতা ভেঙে ধোনি বললেন ‘কেন নয়’

■ নিজস্ব প্রতিবেদন

খুব বেশিদিন নয়। মেরেকেটে দৌ দশক আগেও দেশের সবচেয়ে ‘জলন্ত’ প্রশ্ন ছিল-সলমন খান কবে আর কাকে বিয়ে করছেন? ১৫ বছর বাদে সওয়ালের ধারা বদলে গিয়েছে। এখন লোকের মুখে মুখে একটাই প্রশ্ন- রোহিত ও বিরাট কি সাতাশের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবেন? এমনিতেই সচিন-পরবর্তী ভারতীয় ক্রিকেটের দুই চর্চিত তারকা তারা। ব্যাটে সাফল্য, অধিনায়ক হিসেবেও জিতেছেন অগুনতি খেতাব, সিরিজ। কেরিয়ারের গোড়ালিতে আচমকাই বদলে গিয়েছে সমীকরণ। একদিকে অধিনায়কত্ব হারানো, তারপর দল থেকে বাদ পড়া-রোহিতের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পিছুপিছু হেঁটেছে বিরাটের দুর্ঘর্ষণ। যার প্রতিক্রিয়াতেই লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর। ঐীখন হলেও প্রায় পিঠোপিঠি সিদ্ধান্ত। এই সূত্রে আশঙ্কা ঘনিয়েছে বিশ্বকাপে খেলা-না খেলা নিয়ে। কেউ পক্ষে রায় দিয়েছেন, কেউ বিপক্ষে। আবার এড়িয়ে যাওয়ার মুখও কম নয়। এতদিন এই নিয়ে রা কাডেননি যাঁরা, মহেন্দ্র সিং যোনি তাঁদের অন্যতম। প্রাক্তন অধিনায়ক অবশেষে এতদিনে নীরবতা ভাঙলেন। প্রশ্নটা এড়াতে চেয়েছিলেন যোনি। কিন্তু সঞ্চালকের অনুরোধে শেষমেষ মুখ খুলতে বাধ্য হন। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি-দু’জনেরই কি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা রয়েছে? পাশটা প্রশ্নের ছলে যোনির উত্তর নির্ভেজাল-‘কেন নয়?’ যুক্তিও

স্পষ্ট। বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। পারফরম্যান্স আর ফিটনেসই শেষ কথা। কেউ যদি খেলতে পারে, শরীর যদি সায় দেয় আর মাঠে নামার খিদে যদি থাকে-তাহলে থামবে কে? যোনির কথায়, “২২ বছর বয়স হলেও যদি ফিট না থাকে, সমস্যা। আবার ৩৮-৩৯



হলেও যদি পারফর্ম করে, তাতে আপত্তির কিছু নেই।” এই বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত-রোহিত বা বিরাটকে নিয়ে আগাম রায় দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। এই বক্তব্য যোনিকে বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনার বিপরীত মেরুতে দাঁড় করায়। জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার ভবিষ্যৎ গড়ার প্রশ্নে বারবার ‘তরুণীকরণের’ কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য-আগামী দল বানাতে গেলে অভিজ্ঞতার ভার কমাতে হবে। যোনি এই লাইনে হাঁটতে নারাজ। তাঁর প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা আসে কীভাবে? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০-২৫টা ম্যাচ খেললেই কি কেউ

‘পরিণত’ হয়ে যায়? উত্তর- হয়তো না। অভিজ্ঞতা তৈরি হয় বছরের পর বছর চাপের মধ্যে দিয়ে। যোনির মন্তব্য- “২০ বছরের অভিজ্ঞ কাউকে চাইলে, সেটা শুধু সচিন তেভুলকরের ক্ষেত্রেই সম্ভব।” অর্থাৎ, রোহিত-বিরাটের মতো ক্রিকেটারদের গুরুত্ব শুধু রানের খাতায় নয়, পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতাতোও বিচার করা প্রয়োজন বলে মত মাহির। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জায়গায় যোনির বক্তব্য অন্যদের থেকে আলাদা। তাঁর মতে, যে খেলবে আর কে খেলবে না-এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মূলত খেলোয়াড়ের। কেউ যদি মনে করে, সে এখনও দেশের জন্য দিতে পারে, আর নির্বাচকেরা যদি দেখেন পারফরম্যান্সে খামতি নেই-তাহলে বয়সের দোহাই দিয়ে দরজা বন্ধ করা অন্যায়। রোহিত ও বিরাট দু’জনই আপাতত এক ফরমাটে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক ওয়ানডে পারফরম্যান্স বলছে, ব্যাট এখনও কথা বলছে... সশব্দে, সজোরে। যোনির অভিজ্ঞ চোখে রো-কো জুটির জন্য সাতাশের বিশ্বকাপ কোনও ‘অসম্ভব স্বপ্ন’ নয়। তবে শর্ত দুটো-চাই ফিটনেস আর নিয়মিত রান। সব মিলিয়ে প্রাক্তন অধিনায়কের বক্তব্য বড় বিতর্কের দরজা খুলে দিল। ভারতীয় ক্রিকেট কি শুধুই ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে, নাকি অভিজ্ঞতার শক্তিকে আরও একবার কাজে লাগাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত-রোহিত ও বিরাটের অধ্যায় শেষ বলে ধরে নেওয়ার সময় এখনও আসেনি।

বিদায় জানিয়েছে পাঞ্জাব, জামশেদপুর এফসি-তে যোগ দিতে পারেন রবি

জামশেদপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি: এবারের মরসুমের শুরুর দিকটা আহম্মিরি থাকেনি পাঞ্জাব এফসি। ডুরান্ডে ভালো পারফরম্যান্স করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সেই থানকা কাটিয়ে এবারের সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার পরিকল্পনা ছিল ইন্ডিয়ান

খেলোয়াড় নির্বাচনে ও ছিল চমক। গত কয়েকদিনে সেইমতে একাধিক ফুটবলারদের নাম উঠে আসতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। তবে দলের গোলরক্ষক রবি কুমারের সঙ্গে এই বছরের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও কয়েকদিন আগেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার



কথা জানিয়ে দিয়েছে দেশের প্রথম সারির এই ফুটবল ক্লাব। যেটা কিছুটা হলেও অবাক করেছিল সকলকে। মনে করা হাছিল খুব শীঘ্রই তাঁকে দলে টেনে নেবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কোনও ফুটবল দল। বর্তমানে সেই সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। যোথানে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে দেশের ইম্পাত নগরীর ফুটবল দল জামশেদপুর এফসির কথা। শোনা যাচ্ছে, নিজেদের দলকে শক্তিশালী করতে তাঁকে ধরে টানতে চলেছে জামশেদপুর। যারফলে এবার এই দলের জার্সিতেই খেলতে দেখা যেতে পারে রবিকে। গত সুপার কাপে স্টিনেড ডায়াসের উপর দলের দায়িত্ব থাকলেও আইএসএলের আগে নিজেদের প্রাক্তন কোচ ওয়েন কোয়েলকে ফিরিয়েছে জামশেদপুর। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবার দল কতটা সুবিধা করতে পারে সেটাই দেখার।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বসন্ত ও হৃকের অসুখ

- রোরোটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিপ্লব
- ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা ও চিকিৎসায় স্কিনিন-এর ভূমিকা
- ক্যান্সার নিয়ে কিছু তথ্য
- ক্যান্সার - প্রয়োজন জরুরী
- চিকিৎসা ও সতর্কতা
- আসক্তির আড়ালে
- হৃকের অসুখ - সেরিয়াসিস
- সঠিক খাদ্যাভ্যাসে সুস্থ হুক
- বসন্তের অসুখ - হাম
- চিকেন পক্স
- হৃকের সসম্যা
- বসন্তের অসুখ - হাম

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন